অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : মাতম

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : মাতম

ভূমিকা

লেখক এবং সময়কাল

মাতম কিতাবটির রচয়িতা অজ্ঞাত, যদিও প্রাচীন ইহুদী এবং প্রাথমিক ঈসায়ী ঐতিহ্য ব্যক্ত করেছে যে এটি ইয়ারমিয়ার মাতম। ২ খান্দান ৩৫:২৫ আয়াতের অংশবিশেষের উপর এই সব ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপিত, (যদিও মাতম ব্যক্ত করে যে পুরাতন নিয়মের "মাতম" কিতাব দ্বারা এটি সনাক্ত করা যাবে না), ইয়ারমিয়া ৭:২৯, ৮:২১; ৯:১,১০,২০ আয়াতের মত কিতাবটিতে অনুরূপ অংশবিশেষ রয়েছে। কিতাবে ব্যবহৃত শব্দ তালিকার এবং মাতম আর ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর রীতির মধ্যে আংশিক মিল রয়েছে। অধিকন্তু, এই রকম ঘটনার উল্লেখ যা ইয়ারমিয়া ৫৮৬ খ্রী: পূ: জেরুজালেমের উপর বেহেস্তী শাস্তির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে, যা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি আমরা নিশ্চিত নই যে, কোন লেখক এমন যত্নের সংগে শিল্পমন্ডিত কবিতাগুলো লিখেছেন অথবা কে এই কবিতাগুলো একটি গোটানো কিতাবের মধ্যে রেখেছিলেন। মাতম জোরালো ভাবে লোকদের হারানো কষ্টের অনুভূতি প্রকাশ করেছে, যা ছিল একই সঙ্গে জেরুশালেম এবং এবাদতখানা ধ্বংস এবং একই ভাবে ইয়াহ্ওয়েহ্ ইসরাইল জাতিকে জাতিগত ভাবে যে মাতৃভূমি দেবার জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন সেই মাতৃভূমি থেকে এহুদার অধিবাসিদের নির্বাসনে যাওয়া। কিতাব রচনার প্রথম সময়কাল হল ৫৮৬ খ্রী: পূ: (যখন জেরুশালেমের নবনির্মিত এবাদতগৃহ উৎসর্গ করা হয়।)। মাতমের প্রত্যক্ষ বর্ণনা মাতমের প্রথম তারিখের যুক্তি দেখায় যে, এটি সম্ভবত ৫৭৫ খ্রী: পূ: আগে।

ইহুদীরা এখনও জেরুশালেমে তাদের পবিত্র শহরের "মাতম দেওয়ালের" কাছে মুনাজাত করে এবং ক্রন্দন করে। "মাতম দেওয়াল" বা পশ্চিম দিকের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ যা ইহুদীদের এবাদতখানার প্রাঙ্গনে বেষ্টন করেছে।

পাঠক :

ব্যাবিলনের নির্বাসিত ইহুদীরা যারা জেরুশালেমের ধ্বংসের জন্য মাতম করছে।

বিষয়বস্তু :

নবী এবং তাঁর সঙ্গী ইহুদীরা ব্যাবিলনীয়দের হাতে তাদের অতি প্রিয় শহর ধ্বংস হওয়ার জন্য বিলাপ করেন। কিতাবের শিরোনামের হিব্রু শিরোনাম হল 'এক্কা (হায় কেমন!), প্রথম শব্দটি কেবল ১:১ আয়াতেই উল্লেখ রয়েছে তা নয়, কিন্তু ২:১ আয়াত এবং ৪:১ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। এর বিষয়বস্তুর জন্য কিতাবটি ইহুদী ঐতিহ্য প্রকাশ করা হয়েছে, 'মাতম শিরোনাম সেপ্টুয়াজিন্ট (ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) দ্বারা কিতাবে স্থান পেয়েছে এবং চতুর্থ শতাব্দীর ল্যাটিন ভালগেটের মাধ্যমে একই ভাবে ইংরজি অনুবাদে এই শিরোনাম স্থান পেয়েছে।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

সমগ্র মাতম কিতাব হল একটি কাব্য গ্রন্থ। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের মাতমের সবগুলোই ২২টি আয়াতের মধ্যে লেখা হয়েছে। এই আয়াতগুলো হিব্রু বর্ণমালার এক একটি বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মাতমের প্রত্যেক আয়াতে তিনটি করে কবিতার লাইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং পঞ্চম মাতমে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে একটি করে লাইন। প্রথম চার মাতম হল ছন্দবদ্ধ বর্ণমালা (১:১; ২:১; ৩:১; ৪:১)। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ মাতমের প্রত্যেকটি আয়াত শুরু হয়েছে হিব্রু বর্ণমালা দিয়ে যা এই বর্ণমালার ঐতিহ্যগত বিন্যাস দ্বারা উৎসর্গ করা হয়েছে। তৃতীয় (মাঝখানে) মাতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে যেহেতু এতেও তিন লাইনের সমন্বয় ২২ আয়াতে যুক্ত করা হয়েছে (মাতম ২ এবং ২ এর মত); জবুর ১১৯ অধ্যায়ের রীতির পর তিন লাইনের সমন্বয় সবগুলো শুরু হয়েছে বর্ণমালার বর্ণের অনুক্রম দিয়ে (নকশা দেখুন)। পঞ্চম মাতমেরও এর ২২ লাইনের কাঠামোতে বর্ণমালার আদর্শ ব্যবহার অব্যহত রয়েছে। কিন্তু এই সব লাইনের প্রারম্ভিক বর্ণগুলো বর্ণমালার অনুক্রম অনুসরন করেনি (৫:১ -২২ আয়াতের নোট দেখুন)। বিধিসম্মত কাঠামোগত উপাদানের ব্যবহার প্রকাশ করে যে, যেহেতু এই সব মাতম খুব গভীর তাই এগুলো সুচিন্তিত ভাবে রচনা করা হয়েছে। একই ভাবে ইহুদীরা আসন্ন জেরুশালেমের জন্য মাতম করেছে। Scala/Art Resource, NY Themes and Theology অনুসারে মাতম কেবল মাত্র পুরাতন নিয়মের কিতাব নয় যাতে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত বিলাপ অন্তর্ভূক্ত আছে। (বিশাল সংখ্যক সংঙ্গীত হল মাতমের কবিতা এবং এছাড়া সকল নবীদের কিতাব মাতমের রীতির একটি কিংবা আরো বেশি উদাহরণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে)। মাতম হল একমাত্র কিতাব, যেখানে এই একটি

মাত্র উদ্দেশ্য মাতম প্রকাশ করা হয়েছে। ৫৮৬ খ্রী: পূ: জেরুশালেম ধ্বংসের (মাবুদের রাজ্যের রাজকীয় শহর) কারণে মাতমের যে ধারাবাহিকতা তা কিতাব বর্হিভূত প্রাচীন রচনার উপর দাঁড়িয়ে আছে, যেমন সামেরিয়ার "উপরে ধ্বংসের উপর মাতম", "সুমারের ধ্বংসের উপর মাতম এবং উর" এবং "নিপ্পুনের ধ্বংসের উপর মাতম"। রক্ষণশীল ইহুদীরা আবীব মাসের নয় তারিখে প্রথাগত ভাবে মাতমের সম্পূর্ণ অংশ উচ্চস্বরে পাঠ করে, সোলায়মানের এবাদতখানা ধ্বংসের ঐতিহ্যগত তারিখ হল ৫৮৬ খ্রী: পূ: এবং একই ভাবে হেরোদেও তৈরী এবাদতখানা ধ্বংসের তারিখ হল ৭০ খ্রীস্টাব্দ। অনেকে আবার জেরুশালেমের পুরাতন শহরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে (বিলাপের দেওয়াল) প্রতি সপ্তাহেও মাতম কিতাব পাঠ করে থাকেন। এছাড়া কিতাবটি রোমান ক্যাথলিকরা ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, প্রথাগত ভাবে পবিত্র সপ্তাহের শেষ তিন দিন মাতম কিতাব পাঠ করে থাকে। এই ঈসায়ী কার্যক্রম মনে করিয়ে দেয় যে, মাতম কিতাব কেবল মাত্র জেরুশালেমের ধ্বংসের কারণে মাতম করা নয় কিন্তু এর ধর্মতাত্ত্বিক গভীর অর্ন্তদৃষ্টি রয়েছে। ব্যবলনীয়দের দ্বারা এহুদার ধ্বংসের ভীতিকর অবস্থার আবৃত্তির কিছু বিস্তারিত বর্ণনা: (১) গণহারে উচ্ছেদ আর গণহত্যা সমভাবে গ্রাস করেছিল বাদশাহ্ (২:৬,৯; ৪:২০), রাজকন্যাগণ (১:৬; ২:২; ৯; ৪:৭-৮; ৫:১২) প্রাচীনবর্গ (১:৯; ২:১০; ৪:১৬; ৫:১২) ইমামগণ (১:৪, ১৯, ২:৬, ২০, ৪:১৬), নবীগণ (২:৯, ২০) এবং সাধারণ জনগণ (২:১০-১২; ৩:৪৮, ৪:৬)। (২) অনাহারী মায়ের নরমাংস খাওয়ার জন্য আকাঙ্খা (২:২০; ৪:১০)। (৩) এহুদায় বসবাসকারী লোকজনকে জোরপূর্বক অবমানমার নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া (১:৩; ১৮) (৪) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং এবাদতের উন্নত পদ্ধতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া (১:৪, ১০) ।

এই সব মাতমের লেখক স্পষ্টভাবে বুঝেছেন যে, ব্যাবিলনীয়রা হল কেবলমাত্র বেহেশতী শাস্তির মানব প্রতিনিধি। কিন্তু এই আবৃত্তি হল আল্লাহ্‌র রীতির সঙ্গে কাব্যিক মল্লযুদ্ধের পোষাক অখন্ডরুপে বোনার মত, যে আল্লাহ্ ইতিহাসের মাবুদ হিসাবে তাঁর একগুঁয়ে লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এই মাতম সমূহের লেখক স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, এই ব্যাবিলনীয়রা হল কেবলমাত্র বেহেশতী শাস্তির মানব প্রতিনিধি। স্বয়ং আল্লাহ্ যিনি শহর এবং এবাদতখানা ধ্বংস করেছেন (১:১২-১৫; ২:১-৮; ১৭,২২, ৪:১১)। এটি কেবলমাত্র মাবুদের খামখেয়ালী কাজের ধ্বংস ছিল না, এটি স্পষ্ট। এটি ছিল তাঁর লোকদের আল্লাহ্‌কে অগ্রাহ্য করার গুনাহ্ এবং শরীয়ত লঙ্ঘন করার বিদ্রোহ করার মূল কারণ (১:৫,৮-৯; ৪:১৩; ৫:৭; ১৬)। তথাপি মাতম করে কান্না (১:১৬; ২:১১, ১৮; ৩:৪৮-৫১) ছিল প্রত্যাশিত এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে আকুল আবেদন (১:২২; ৩:৫৯-৬৬) বোধগম্য (জবুর ৫:১০ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন) গুনাহ্ স্বীকার করা (১:৫,৮,১৪,২২; ২:১৪; ৩:৩৯; ৪:১৩; ৫:৭; ১৬) এবং আন্তরিকভাবে গুনাহের জন্য অনুতাপ (৩:৪০-৪২) হল বিচারের প্রতি প্রকৃত সাড়া। আল্লাহ্‌র দয়া এবং বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করলে সে কখনো দ্বিধাগ্রস্থ হবে না। মাতম কিতার আরম্ভ হয়েছে মাতম দিয়ে (১:১-২) এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য মাবুদের কাছে নিবেদন করার মধ্য দিয়ে যথার্থ ভাবে কিতাব শেষ করা হয়েছে। কিতাবের মধ্য স্থানে আল্লাহ্‌র দয়াশীলতার উপর যেভাবে আলোকপাত করা হয়েছে তাতে মাতমের ধর্মতত্ত্ব এর শীর্ষে পৌঁছেছে। তিনি হলেন আশার মাবুদ (৩:২১,২৪,২৫) মহব্বতের মাবুদ (৩:২২) বিশ্বস্ততার মাবুদ (৩:২৩) উদ্ধার এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাবুদ (৩:২৬)। তথাপি সকল প্রমাণ বা সাক্ষ্য ভিন্ন ফল প্রকাশ করে, "তাঁর মমতা কখনো শেষ হয় না। প্রতিদিন সকালে তা নতুন করে দেখা দেয়; তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ" (৩:২২-২৩)। কিতাবের প্রায় শেষের দিকে উল্লেখ রয়েছে ইয়াহ্ওয়েহ্‌র অনন্তকালীন শাসন স্বীকার করতে জেরুশালেমের শোকাবহ অবস্থা থেকে বিশ্বাস উত্থিত হবে: "হে মাবুদ তুমি চিরকাল রাজত্ব কর;/ তোমার সিংহাসন বংশের পর বংশ ধরে স্থায়ী" (৫:১৯; জবুর ৪৭; ৯৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এছাড়া আরো দেখুন জবুর ১০২: ১২ আয়াতের নোট)।

প্রধান আয়াত: "আমার নেত্রযুগল অশ্রুপাতে ক্ষীণ হয়েছে, আমার অন্ত্র জ্বলছে; আমার লোকদের ধ্বংসের কারণে আমার যকৃৎ মাটিতে ঢালা যাচ্ছে, কেননা নগরের চকে চকে বালক-বালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশু মূর্চ্ছাপন্ন হয়" (২:১১)।

প্রধান প্রাধন লোক: নবী ইয়ারমিয়া, জেরুশালেমের লোকেরা

প্রধান স্থান: জেরুশালেম

কিতাবটির রূপরেখা:

১. ইয়ারমিয়া জেরুশালেমের জন্য মাতম করেন (১:১-২২)
২. গুনাহের প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধ প্রকাশ (২:১-২২)
৩. এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আশার প্রকাশ (৩:১-৬৬)
৪. আল্লাহ্‌র ক্রোধ সন্তুষ্ট হয়েছে (৪:১-২২)
৫. ইয়ারমিয়া পুনঃস্থাপনের জন্য আবেদন করেন (৫:১-২২)

জেরুশালেমের অপমান

১ [1] হায়, সেই নগরী কেমন একাকিনী বসে
আছে যে লোকে পরিপূর্ণা ছিল।
সে বিধবার মত হয়েছে, যে জাতিদের মধ্যে
প্রধানা ছিল।
প্রদেশগুলোর মধ্যে যে রাজ্ঞী ছিল, সে
কর্মাধীনা বাঁদী হয়েছে।
[2] সে রাতের বেলা ভীষণ কান্নাকাটি করে; তার
গণ্ডে অশ্রু পড়ছে;
তার সমস্ত প্রেমিকের মধ্যে এমন এক জনও
নেই যে,
তাকে সান্ত্বনা দেবে;
তার বন্ধুরা সকলে তাকে প্রবঞ্চনা করেছে,
তারা তার দুশমন হয়ে উঠেছে।
[3] এহুদা দুঃখে ও মহা গোলামীত্বে নির্বাসিত
হয়েছে;
সে জাতিদের মধ্যে বাস করছে, বিশ্রাম পায়
না;
তার তাড়নাকারীরা সকলে সঙ্কীর্ণ পথে তাকে
ধরেছিল।
[4] সিয়োনের রাস্তাগুলো শোক করছে,
কারণ কেউ ঈদে আসে না;

[১:১] ইয়ার ৪২:২। [১:২] জবুর ৬:৬। [১:৩] ইয়ার ১৩:১৯। [১:৩] হিজ ১৫:৯। [১:৪] জবুর ১৩৭:১। [১:৫] ইশা ২২:৫; ইয়ার ৩০:১৫। [১:৬] জবুর ৯:১৪; ইয়ার ১৩:১৮। [১:৭] ২বাদশাহ্‌ ১৪:২৬; ইয়ার ৩৭:৭; মাতম ৪:১৭।

তার সমস্ত দ্বার শূন্য;
তার ইমামেরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে;
তার কুমারীরা ক্লিষ্টা, সে নিজে কষ্ট পাচ্ছে।
[5] তার দুশমনরা তার মালিকস্বরূপ হয়েছে,
তার দুশমনরা ভাগ্যবান হয়েছে;
কেননা তার অনেক অধর্মের দরুন মাবুদ
তাকে ক্লিষ্ট করেছেন;
তার শিশু বালকেরা বিপক্ষের আগে আগে
বন্দী হয়ে গেছে।
[6] আর সিয়োন-কন্যার সমস্ত শোভা তাকে ছেড়ে
গেছে;
তার নেতৃবর্গ এমন হরিণগুলোর মত হয়েছে,
যারা চরাণি-স্থান পায় না;
তারা শক্তিহীন হয়ে তাড়নাকারীদের আগে
আগে গমন করেছে।
[7] জেরুশালেম নিজের দুঃখের ও দুর্গতির সময়ে,
নিজের পুরানো দিনের মনোহর সামগ্রীগুলোর
কথা স্মরণ করছে;
তার লোকেরা যখন বিপক্ষের হস্তগত
হয়েছিল,
তার সাহায্যকারী কেউ ছিল না,
তখন বিপক্ষরা তাকে দেখলো,

১:১-২২ পুরাতন নিয়মে নবীদের কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে এবং জবুর শরীফেও জেরুশালেমকে প্রায়শই একজন নারী রূপে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাকে বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে রাজনৈতিক দিক থেকে মাথা এবং প্রতীকী অর্থে হৃদপিণ্ড আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

১:১-১১ প্রথম মাতমের এই প্রথমার্ধে জেরুশালেমের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তৃতীয় একজন ব্যক্তির স্থানে দাঁড়িয়ে – তথাপি বক্তা নিজেও জেরুশালেম নগরীর করুণ পরিণতিতে শোক প্রকাশ করছেন। জেরুশালেমের নিজের মাতম দেখুন ১১ আয়াতের শেষে উদ্ধৃতি আকারে এসেছে।

১:১ হায় ...! এখানে বিস্ময় ও গভীর দুঃখের এক মিশ্রণ প্রকাশ পেয়েছে (দেখুন আয়াত ২:১; ৪:১-২; ২ শামু ১:২৫, ২৭; ইয়ার ৯:১৯; ৪৮:১৭, ৩৯; ইহি ২৬:১৭ আয়াত)। *কেমন একাকিনী বসে আছে।* ব্যাবিলনের বন্দীদশার কারণে (আয়াত ৩ দেখুন)। এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ইয়ার ১৫:১৭ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে "একাকী বসতাম"। সেখানে নবী ইয়ারমিয়া একাকী বসে ছিলেন; আর এখানে তাঁর প্রিয় নগরী একাকী বসে রয়েছে। *নগরী।* জেরুশালেম। *যে লোকে পরিপূর্ণা ছিল।* তুলনা করুন ইশা ১:২১ আয়াত। *জাতিদের মধ্যে প্রধানা ছিল।* তুলনা করুন ইয়ার ৪৯:১৫ আয়াত। *কর্মাধীনা বাঁদী হয়েছে।* এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দকে হিজ ১:১১; ১ বাদশাহ্‌ ৪:৬ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে কর্মাধীন গোলাম।

১:২ ভীষণ কান্নাকাটি করে। প্রায় একই কারণে যেমনটা নবী ইয়ারমিয়া করেছেন (ইয়ার ১৩:১৭ আয়াত দেখুন)। *রাতের বেলা।* ২:১৮-১৯ আয়াত দেখুন। *প্রেমিকের মধ্যে ... বন্ধুরা।* আন্তর্জাতিক মিত্রপক্ষ, যাদের কাছে জেরুশালেম ও এহুদা নিরাপত্তা চেয়েছিল, যা তাদের চাওয়া উচিত ছিল মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে (দেখুন ইয়ার ২:৩৬-৩৭; ২৭:৩; ইহি ১৬:২৬, ২৮-২৯; ২৩:১১-২১; আরও দেখুন হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট)। *এমন এক জনও নেই ... তাকে সান্ত্বনা দেবে।* আয়াত ৯, ১৬-১৭, ২১ দেখুন। সকলে তাকে প্রবঞ্চনা করেছে। আয়াত ১৯ দেখুন; ইদোমের মত (৪:২১-২২; জবুর ১৩৭:৭ আয়াত দেখুন) এবং অম্মোনের মত (ইয়ার ৪০:১৪; ইহি ২৫:২-৩, ৬ আয়াত দেখুন)। *তার দুশমন হয়ে উঠেছে।* আয়াত ১৭ দেখুন।

১:৩ নির্বাসিত হয়েছে। ব্যাবিলনে (ইয়ার ২০:৪-৫ আয়াত দেখুন)। *জাতিদের মধ্যে ... বিশ্রাম পায় না।* যে বিষয়ে হযরত মূসা দ্বি.বি. ২৮:৬৫ আয়াতে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

১:৪ শোক করছে। কারণ তারা একাকী ও বিপর্যস্ত (কাজী ৫:৬; ইশা ৩৩:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। কেউ ঈদে আসে না। দেখুন হিজ ২৩:১৪-১৭ আয়াত ও নোট; লেবীয় ২৩:২ আয়াত। *তার কুমারীরা ক্লিষ্টা।* চূড়ান্ত পরাজয়ের চিহ্ন (ইয়ার ৯:২০; এর সাথে তুলনা করুন হিজ ১৫:২০ আয়াত ও নোট; ১ শামু ১৮:৬; জবুর ৬৮:২৫; ইয়ার ৩১:১৩ আয়াত)।

১:৫ মালিকস্বরূপ হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে "মাথা" – দ্বি.বি. ২৮:৪৪ আয়াত অনুসারে (এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ২৮:১৩ আয়াত)।

১:৬ সিয়োন-কন্যা। এখানে জেরুশালেমকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *তার নেতৃবর্গ ... পশ্চাদ্ধাবকের আগে আগে গমন করেছে।* ইয়ার ৫২:৭-৮ আয়াত দেখুন। *এমন হরিণগুলোর ... যারা চরাণি-স্থান পায় না।* এ কারণে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং শিকারীর কাছে খুব সহজলভ্য শিকার হয়ে উঠেছে।

১:৭ দুঃখের ও দুর্গতির সময়ে। আয়াত ৩:১৯ দেখুন। *মনোহর সামগ্রী।* আয়াত ১০-১১ দেখুন। *পুরানো দিনের।* উদাহরণ স্বরূপ বাদশাহ্‌ দাউদ ও বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সময়কার কথা। *বিপক্ষের হস্তগত হয়েছিল।* দেখুন ২ শামু ২৪:১৪ আয়াত।

তার উৎসন্নতায় উপহাস করলো।
৮ জেরুশালেম অতিশয় গুনাহ্‌ করেছে,
এজন্য ঘৃণাস্পদ হল;
যারা তাকে সম্মান করতো,
তারা তাকে তুচ্ছ করছে,
কারণ তার উলঙ্গতা দেখতে পেয়েছে;
সে নিজেও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করছে,
মুখ পিছনে ফিরাচ্ছে।
৯ তার নাপাকীতা তার কাপড়ে লেগে ছিল,
সে তার শেষফল মনে করতো না,
এজন্য আশ্চর্যভাবে পড়ে গেল;
তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই;
আমার দুঃখ দেখ, হে মাবুদ, কারণ দুশমন
অহংকার করেছে;
১০ বিপক্ষ তার সমস্ত মনোহর দ্রব্যে হাত
লাগিয়েছে;
ফলে সে দেখেছে, জাতিরা তার পবিত্র স্থানে
প্রবেশ করেছে,
যাদের বিষয়ে তুমি হুকুম করেছিলে যে,
তারা তোমার সমাজে প্রবেশ করবে না।
১১ তার সমস্ত লোক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করছে,
তারা খাদ্যের চেষ্টা করছে,
প্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্য খাদ্যের পরিবর্তে
নিজ নিজ মনোহর দ্রব্য সকল দিয়ে দিয়েছে।
দেখ, হে মাবুদ, মনযোগ দাও,

[১:৮] ইশা ৫৯:২-১৩।
[১:৯] দ্বি.বি. ৩২:২৮-২৯; ইহি ২৪:১৩।
[১:১০] জবুর ৭৪:৭-৮; ৭৯:১; ইয়ার ৫১:৫১।
[১:১১] জবুর ৬:৬; ৩৮:৮।
[১:১২] ইয়ার ১৮:১৬।
[১:১৩] আইউব ৩০:৩০; জবুর ১০২:৩।
[১:১৪] দ্বি.বি. ২৮:৪৮; ইশা ৪৭:৬; ইয়ার ১৫:১২।
[১:১৫] ইয়ার ৩৭:১০।

কেননা আমি তুচ্ছাস্পদ হয়েছি।
১২ হে পথিক সকল, এতে কি তোমাদের কিছু
আসে যায় না?
একটু ঘুরে তাকিয়ে দেখ, আমাকে যে ব্যথা
দেওয়া হয়েছে,
তার মত ব্যথা আর কোথাও কি আছে?
তা দ্বারা মাবুদ তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধের দিনে
আমাকে ক্লিষ্ট করেছেন।
১৩ তিনি উর্ধ্বলোক থেকে আমার অস্থিচয়ের
মধ্যে আগুন পাঠিয়েছেন,
তিনি আমার পায়ের নিমিত্ত জাল পেতেছেন,
আমার মুখ পিছনে ফিরিয়েছেন,
আমাকে অনাথা ও সমস্ত দিন মূর্চ্ছাপন্না
করেছেন।
১৪ আমার সমস্ত অধর্ম তিনি জোয়ালের মত
বেঁধেছেন;
তাঁর হাত দিয়ে সেগুলো একত্রে বুনেছেন।
তা আমার ঘাড়ে উঠলো, আমার বল খর্ব
করলো;
যাদের বিরুদ্ধে আমি উঠতে পারি না,
তাদেরই হাতে প্রভু আমাকে তুলে দিয়েছেন।
১৫ প্রভু আমার মধ্যস্থিত আমার সমস্ত বীরকে
নগণ্য করেছেন,
তিনি আমার যুবকদেরকে ভেঙ্গে ফেলবার
জন্য

উৎসন্নতা। আক্ষরিক অর্থে "ধ্বংস" (পয়দা ২:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এই শব্দটির মূল হিব্রু শব্দের অর্থ এবং "শাব্বাথ" বা "বিশ্রামবার" শব্দটির বুৎপত্তিগত শব্দ একই – সুতরায় এখানে পরিহাসের ছলে কথাটি বলা হতে পারে (লেবীয় ২৬:২৪-২৫ আয়াত দেখুন)।

১:৮ ঘৃণাস্পদ। আয়াত ১৭ ও নোট দেখুন। এখানে একজন নারীর মাসিক ঋতুস্রাবের সময়কার ধর্মীয় নাপাকীতার কথা বলা হয়েছে (লেবীয় ১২:২, ৫; ১৫:১৯ আয়াত দেখুন)। *তার উলঙ্গতা।* দেখুন ইশা ৪৭:৩; ইহি ১৬:৩৭ আয়াত ও নোট।

১:৯ তার নাপাকীতা। ধর্মীয় রীতি অনুসারে নাপাকীতা (দেখুন লেবীয় ৪:১২ আয়াত ও নোট), এখানে তা ইচ্ছাকৃত গুনাহ্‌র কারণে ঘটেছে। *আপনার শেষফল মনে করতো না।* ঠিক যেভাবে ব্যাবিলন বিবেচনা করে নি (ইশা ৪৭:৭ আয়াত দেখুন)। *দেখ, হে মাবুদ।* জেরুশালেমের কান্না জড়ানো কথা উদ্ধৃত করার মধ্য দিয়ে তার বিপর্যস্ত অবস্থাকে আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (আয়াত ১১ ও নোট দেখুন)। *দুশমন অহংকার করেছে।* দেখুন আয়াত ১৬।

১:১০ হুকুম করেছিলে ... তোমার সমাজে প্রবেশ করবে না। ইহি ৪৪:৭, ৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

১:১১ অন্নের চেষ্টা করছে। জেরুশালেম অবরোধের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী কালেও খাদ্য সঙ্কট খুব বড় ধরনের একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। *প্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্য।* দেখুন আয়াত ১৯; ২ বাদশাহ্‌ ৬:২৪-২৯। *দেখ, হে মাবুদ।* আবারও জেরুশালেমের নিজ আকুতি আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে শুরু করে এই মাতমটির শেষ পর্যন্ত জেরুশালেম নিজেই ব্যক্তি আকারে বক্তব্য রেখেছে।

১:১২ হে পথিক সকল। দেখুন ইয়ার ১৮:১৬ আয়াত ও নোট। *দেখ, আমাকে যে ব্যথা দেওয়া হয়েছে।* সাহিত্যিক হানডেল তাঁর দি মেসাইয়াহ্‌ বইটিতে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং তা মসীহের মুখের কথা হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন – সম্ভবত এক্ষেত্রে ইশা ৫৩:৪ আয়াতটির সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে ("সত্যি, আমাদের যাতনাগুলো তিনিই তুলে নিয়েছেন, আমাদের ব্যথাগুলো তিনি বহন করেছেন ..."); এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫৩:৩ আয়াত ("ব্যথার পাত্র")। *প্রচণ্ড ক্রোধের দিনে।* ২:৩, ৬; ৪:১১ আয়াত দেখুন। এই প্রকাশভঙ্গিটি নবী ইয়ারমিয়ার কিতাবে প্রায়শই দেখা যায় (দেখুন ইয়ারমিয়া ৪:৮, ২৬; ১২:১৩; ২৫:৩৭-৩৮; ৪৪:৬; ৪৯:৩৭; ৫১:৪৫ আয়াত)।

১:১৩ উর্ধ্বলোক থেকে ... আগুন পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্‌র বিচারের আগুন (দেখুন ২:৩-৪; লেবীয় ১০:২; শুমারী ১১:১-৩; ১৬:৩৫; ২ বাদশাহ্‌ ১:১০, ১২; ইশা ২৯:৬; ৩০:৩০; ৬৬:১৫-১৬; ইয়ার ৪:৪; ২১:১৪; ৪৯:২৭; ৫০:৩২; আমোস ৭:৪ আয়াত)। *আমার অস্থিচয়ের মধ্যে।* অর্থাৎ জেরুশালেমের অস্থি (এখানে জেরুশালেমকে একজন নারী হিসেবে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে; ৮ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রায় একই ধরনের প্রতিরূপ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ নবী ইয়ারমিয়ার অস্থির মধ্যে আগুনের মত করে প্রকাশিত হয়েছিলেন (ইয়ার ২০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমার পায়ের নিমিত্ত জাল পেতেছেন।* জবুর ৫৭:৬; মেসাল ২৯:৫ আয়াত দেখুন। *মূর্চ্ছাপন্না।* অবশালোমের বোন তামরের মত (২ শামু ১৩:২০ আয়াত দেখুন)।

আমার বিপরীতে সভা আহ্বান করেছেন,
প্রভু এহুদা-কুমারীকে আঙ্গুরকুণ্ডে মাড়াই
করেছেন।
১৬ এই কারণে আমি কান্নাকাটি করছি;
আমার চোখ, আমার চোখ পানির ঝর্ণা
হয়েছে;
কেননা সান্ত্বনাকারী, যিনি আমার প্রাণ ফিরিয়ে
আনবেন,
তিনি আমা থেকে দূরে গেছেন;
আমার বালকেরা এতিম, কারণ দুশমন বিজয়ী
হয়েছে।
১৭ সিয়োন অঞ্জলি প্রসারণ করছে;
তার সান্ত্বনাকারী কেউ নেই;
মাবুদ ইয়াকুবের সম্বন্ধে হুকুম দিয়েছেন যে,
তার চারদিকের লোক তার বিপক্ষ হোক;
জেরুশালেম তাদের মধ্যে ঘৃণাস্পদ।
১৮ মাবুদই ধর্মময়, কারণ আমি তাঁর হুকুমের
বিরুদ্ধাচরণ করেছি;
হে জাতি সকল, আরজ করি, শোন, আমার
ব্যথা দেখ;
আমার কুমারীরা ও যুবকেরা বন্দী হয়ে গেছে।
১৯ আমি আমার প্রেমিকদেরকে ডাকলাম, তারা
আমাকে বঞ্চনা করলো;
আমার ইমামেরা ও আমার প্রাচীনবর্গরা
নগরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করলো,
বাস্তবিক তারা নিজ নিজ প্রাণ ফিরিয়ে আনবার
জন্য খাদ্যের খোঁজ করছিল।
২০ দৃষ্টিপাত কর, হে মাবুদ, কেননা আমি
সঙ্কটাপন্না;
আমার অন্ত্র দগ্ধ হচ্ছে;
আমার ভিতরে অন্তর বিকারপ্রাপ্ত হচ্ছে,
কারণ আমি অতিশয় বিরুদ্ধাচরণ করেছি;
বাইরে তলোয়ার নিঃসন্তান করছে, ভিতরে
যেন মৃত্যু উপস্থিত।
২১ লোকে আমার দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পেয়েছে;
আমার সান্ত্বনাকারী কেউ নেই;
আমার দুশমনরা সকলে আমার অমঙ্গলের
কথা শুনেছে;
তারা আমোদ করছে,
কেননা তুমিই তা করেছ;
তুমি নিজের ঘোষিত দিন উপস্থিত করবে,
তখন তারা আমার সমান হবে।
২২ তাদের সমস্ত নাফরমানী তোমার দৃষ্টিগোচর
হোক;
তুমি আমার সমস্ত অধমের জন্য আমার প্রতি
যেরকম করেছ,
তাদের প্রতিও সেরকম কর,
কেননা আমার দীর্ঘনিশ্বাস বেশি ও আমার
অন্তর মূর্চ্ছিত।

জেরুশালেমের বিনাশ

২ ১ তিনি তাঁর ক্রোধে সিয়োন-কন্যাকে কেমন
মেঘাচ্ছন্ন করেছেন!
তিনি ইসরাইলের শোভা বেহেশত থেকে
ভূতলে নিক্ষেপ করেছেন;
তিনি তাঁর ক্রোধের দিনে তাঁর পাদপীঠ স্মরণ

[১:১৬] আইউব ৭:৩; জবুর ১১৯:১৩৬; ইশা ২২:৪; মাতম ২:১১, ১৮; ৩:৪৮-৪৯।
[১:১৭] ইয়ার ৪:৩১।
[১:১৮] হিজ ৯:২৭; উজায়ের ৯:১৫।
[১:১৯] ইয়ার ২২:২০।
[১:২০] দ্বি.বি. ৩২:২৫; ইহি ৭:১৫।
[১:২১] আয়াত ৮; জবুর ৬:৬; ৩৮:৮।
[১:২২] নহি ৪:৫।
[২:১] ইয়ার ১২:৭।

১:১৫ আঙ্গুরকুণ্ডে মাড়াই করেছেন। বেহেশতী বিচারের একটি প্রচলিত রূপক চিত্র (দেখুন ইশা ৬৩:২-৩; যোয়েল ৩:১৩; প্রকাশিত ১৪:১৯-২০; ১৯:১৫ আয়াত)। *এহুদা-কুমারী।* এখানে এহুদাকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।
১:১৬ আমার চোখ পানির ঝর্ণা হয়েছে। দেখুন ২:১১; ৩:৪৮; ইয়ার ৯:১, ১৮ আয়াত এবং ৯:১; ১৩:১৭; ১৪:১৭ আয়াতের নোট। *দুশমন বিজয়ী হয়েছে।* আয়াত ৯ দেখুন।
১:১৭ তার চারদিকের লোক তার বিপক্ষ হোক। আয়াত ২ দেখুন। *ঘৃণাস্পদ।* আয়াত ৮ ও নোট দেখুন; একই ধরনের রূপক চিত্র দেখুন উযা ৯:১১; ইশা ৩০:২২; ৬৪:৬; ইহি ৭:১৯-২০; ৩৬:১৭ আয়াতে।
১:১৮ মাবুদই ধর্মময়। অর্থাৎ তিনি আমার সাথে ধার্মিকের মতই আচরণ করেছেন। *আমি তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেছি।* অর্থাৎ তথাপি আমি তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছি। *আরজ করি, শোন ... দেখ।* জাতিগণকে বলা হচ্ছে যেন তারা মাবুদের ধার্মিকতার বিচার নজরে আনে এবং তাঁর মহান উদ্ধারের কাজও লক্ষ্য করে।
১:১৯ আমার প্রেমিক ... আমাকে বঞ্চনা করলো। আয়াত ২ ও নোট দেখুন। *নিজ নিজ প্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্য।* আয়াত ১১ ও নোট দেখুন।
১:২০ আমি সঙ্কটাপন্না। ২:১১ আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। *বাইরে ... ভিতরে।* ইয়ার ১৪:১৮ আয়াত দেখুন। "উর নগরীর ধ্বংসের জন্য মাতম" শীর্ষক সুমেরীয় সাহিত্যে প্রায় একই ধরনের একটি কথা রয়েছে: "নগরের ভেতরে থাকলে আমরা দুর্ভিক্ষের কারণে মারা পড়বো, আর বাইরে গেলে মরবো শত্রুদের অস্ত্রের আঘাতে" (পঙক্তি ৪০৩-৪০৪)।
১:২১ নিজের ঘোষিত দিন। জাতিগণের উপরে আল্লাহ্‌র বিচারের দিন (আয়াত ৪:২১-২২; ইয়ার ২৫:১৫-৩৮ ও নোট দেখুন)।
১:২২ সমস্ত নাফরমানী তোমার দৃষ্টিগোচর হোক। দেখুন জবুর ১০৯:১৪-১৫ আয়াত। *আমার দিল মূর্চ্ছিত।* ইয়ার ৮:১৮ আয়াতে প্রায় একই ধরনের প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়; দেখুন মাতম ৫:১৭; ইশা ১:৫ আয়াত।
২:১-২২ আবারও জেরুশালেমকে এখানে নারী হিসেবে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে এবং জেরুশালেম এখানে জাতিগণের প্রতিনিধিত্ব করছে (আয়াত ১:১-২২ ও নোট দেখুন)। ১-১০ আয়াতে তৃতীয় কোন ব্যক্তি জেরুশালেমের প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধের যে অভিজ্ঞতা তা বর্ণনা করছে। ১২-১৯ আয়াতে জেরুশালেম নিজেই তার কথা বলছে। মাঝে (আয়াত ১১-১২) লেখক নিজে কথা বলেছেন (১:১-১১ আয়াতের নোট দেখুন)। ২০-২২ আয়াতে আবার জেরুশালেম নিজে কথা বলেছে।
২:১ কেমন ...! ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। *সিয়োন-কন্যা।* জেরুশালেমকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (এ ধরনের আরও প্রকাশভঙ্গি দেখুন ২, ৪-৫, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৮ আয়াতে; এর সাথে ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

করেন নি।
২ প্রভু ইয়াকুবের সমস্ত বাসস্থান গ্রাস করেছেন,
করুণা করেন নি;
তিনি ক্রোধে এহুদা-কন্যার দৃঢ় দুর্গগুলো
উৎপাটন করেছেন,
তিনি সেসব ভূমিসাৎ করেছেন;
রাজ্য ও তার নেতৃবর্গকে নাপাক করেছেন।
৩ তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ইসরাইলের সমস্ত শিং ভেঙ্গে
ফেলেছেন,
তনি দুশমনের সম্মুখ থেকে তাঁর ডান হাত
সঙ্কুচিত করেছেন,
চতুর্দিক পুড়িয়ে দেওয়া আগুনের শিখার মত
তিনি ইয়াকুবের মধ্যে জ্বলে উঠেছেন।
৪ তিনি দুশমনের মত তাঁর ধনুকে চাড়া দিয়েছেন,
বিপক্ষের মত ডান হাত তুলে দাঁড়িয়েছেন,
আর নয়নরঞ্জন সকলকে হত্যা করেছেন;
তিনি সিয়োন-কন্যার তাঁবুর মধ্যে তাঁর
ক্রোধের আগুন ঢেলে দিয়েছেন।
৫ প্রভু দুশমনের মত হয়েছেন, ইসরাইলকে গ্রাস
করেছেন,
তিনি তার সমস্ত অট্টালিকা গ্রাস করেছেন,
তার দুর্গ সকল ধ্বংস করেছেন,
তিনি এহুদা-কন্যার শোক ও মাতম বৃদ্ধি
করেছেন।
৬ তিনি বাগানের কুটীরের মত নিজের কুটীর দূর
করেছেন,
আপনার জমায়েত-স্থান বিনষ্ট করেছেন;
মাবুদ সিয়োনে ঈদ ও বিশ্রামবার বিস্মৃত
করিয়েছেন,
প্রচণ্ড ক্রোধে বাদশাহ্‌কে ও ইমামকে অবজ্ঞা
করেছেন।
৭ প্রভু তাঁর নিজের কোরবানগাহ্‌ দূর করেছেন,
তাঁর পবিত্র স্থান ঘৃণা করেছেন;
তিনি তার অট্টালিকার ভিত্তি শত্রুর হাতে তুলে
দিয়েছেন;
তারা মাবুদের গৃহমধ্যে ঈদের দিনের মত
কোলাহল করেছে।
৮ মাবুদ সিয়োন-কন্যার প্রাচীর নষ্ট করার সঙ্কল্প
করেছেন;
তিনি সূত্রপাত করেছেন,
লোপ করণ থেকে নিজের হাত থামিয়ে রাখেন
নি;
তিনি পরিখা ও প্রাচীরকে মাতম করিয়েছেন,
সেসব একসঙ্গে তেজোহীন হয়েছে।
৯ তোরণদ্বার সকল মাটিতে আচ্ছন্ন হয়েছে,
তিনি তার অর্গল নষ্ট ও খণ্ড খণ্ড করেছেন;
তার বাদশাহ্‌ ও নেতৃবর্গ জাতিদের মধ্যে
থাকে;
পরিচালনার কিতাব বলতে আর কিছু নেই;
তার নবীরাও মাবুদের কাছ থেকে কোন দর্শন

[২:২] জবুর ৮৯:৩৯-৪০; মীখা ৫:১১।
[২:৩] ইশা ৪২:২৫; ইয়ার ২১:৪-৫, ১৪।
[২:৪] আইউব ৩:২৩; ১৬:১৩; মাতম ৩:১২-১৩।
[২:৫] আইউব ১৩:২৪।
[২:৬] ইশা ৪৩:২৮; ইয়ার ৭:১৪; মাতম ৪:১৬; ৫:১২
[২:৭] লেবীয় ২৬:৩১; উজায়ের ৭:২৪।
[২:৮] ২বাদশাহ্‌ ২১:১৩।
[২:৯] ইহি ১:৩।

ইসরাইলের শোভা ... নিক্ষেপ করেছেন। এখানে আসমান থেকে পতিত তারার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (ইশা ১৪:১২ আয়াতে যেমন দেখা যায়)। *পাদপীঠ।* হতে পারে (১) শরীয়ত সিন্দুক (১ খান্দান ২৮:২ আয়াত দেখুন), কিংবা খুব সম্ভব (২) সিয়োন পর্বত (জবুর ৯৯:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:২ সমস্ত বাসস্থান গ্রাস করেছেন। আয়াত ৫ দেখুন। *এহুদা-কন্যা।* আয়াত ১ ও নোট দেখুন।

২:৩ পুড়িয়ে দেওয়া আগুনের শিখা। ১:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

২:৪ তাঁর ধনুকে চাড়া দিয়েছেন। দেখুন আয়াত ৩:১২; দ্বি.বি. ৩২:৪২; জবুর ৭:১২-১৩; হাবা ৩:৯। *তাঁর ক্রোধের আগুন ঢেলে দিয়েছেন।* পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌র ক্রোধ বোঝাতে এই রূপক চিত্রটি প্রায়শই ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন জবুর ৬৯:২৪; ৭৯:৬; ইয়ার ৬:১১; ৭:২০; ১০:২৫; ৪২:১৮; ৪৪:৬; হোসিয়া ৫:১০; সফ ৩:৮ আয়াত)। *সিয়োন-কন্যা।* দেখুন আয়াত ১ ও নোট।

২:৫ সমুদয় অট্টালিকা ... দুর্গ সকল। হোসিয়া ৮:১৪ আয়াত দেখুন। *শোক ও মাতম বৃদ্ধি করেছেন।* "উর নগরীর ধ্বংসের জন্য মাতম" শীর্ষক সুমেরীয় সাহিত্যে প্রায় একই ধরনের একটি কথা রয়েছে: "সেই উৎসন্ন নগর থেকে কেবল মাতম আর আহাজারি ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না" (পঙক্তি ৩৬১-৩৬২, ৪৮৬-৪৮৭)। *এহুদা কন্যা।* আয়াত ১ ও নোট দেখুন।

২:৬ নিজের কুটীর ... আপনার জমায়েত-স্থান। জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৮:২৯; ৯:৩; ২ খান্দান ৬:২; ৭:১-৩; জবুর ২৭:৭-১০ আয়াত ও নোট; ১৩২:৮, ১৩-১৪)। *বাগানের কুটীরের মত।* দেখুন ইশা ৫:৫-৬; ইয়ার ৫:১০; ১২:১০ আয়াত।

২:৭ দূর করেছেন ... তুলে দিয়েছেন। এই দুটি ক্রিয়াপদ এক সাথে জবুর ৮৯:৩৮-৩৯ আয়াতে পাওয়া যায়, যেখানে দাউদের রাজবংশের বাদশাহ্‌কে মাবুদ ভুলে যাওয়ার কথা বলেছেন। *মাবুদের গৃহমধ্যে ... কোলাহল করেছে।* দেখুন জবুর ৭৪:৪ আয়াত। *ঈদের দিনের মত।* দেখুন জবুর ৪২:৪; ৪৭:৫; ৮১:১-৪ আয়াত। কিন্তু এখানে একটি প্রহসনের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে দুশমনদের বিজয়ের উল্লাসে বায়তুল মোকাদ্দসে এবাদতকারীদের মুনাজাতের আওয়াজ ঢাকা পড়ে গেছে।

২:৮ নষ্ট করার সঙ্কল্প করেছেন। দেখুন ইয়ার ১:১৫; ৩২:৩১ আয়াত। *সিয়োন-কন্যা।* আয়াত ১ ও নোট দেখুন। *তিনি সূত্রপাত করেছেন।* অর্থাৎ নির্মাণ করার সময় যেমন মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয় তেমনি তিনি ধ্বংস করার ক্ষেত্রেও একইভাবে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন (ইশা ২৮:১৭; আমোস ৭:৭-৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পরিখা ... প্রাচীর।* তুলনা করুন ইশা ২৬:১ আয়াত। পরিখা ছিল প্রাচীরের বাইরে নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত বেষ্টনী (২ শামু ২০:১৫ আয়াত দেখুন)।

২:৯ পরিচালনার কিতাব বলতে আর কিছু নেই। আর কোন ইমাম নেই (আয়াত ২০ দেখুন) যারা শরীয়ত থেকে শিক্ষা দেবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন (ইয়ার ১৮:১৮; হোসিয়া ৪:৪-৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *নবীরাও মাবুদের কাছ থেকে কোন দর্শন পায় না।* মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের সাথে কথা বলার জন্য আর তাঁর নবীদেরকে ব্যবহার করছেন না (জবুর ৭৪:৯; আমোস ৮:১১ আয়াত ও নোট দেখুন; মিকাহ্‌ ৩:৭ আয়াত দেখুন)।

পায় না।
১০ সিয়োন-কন্যার প্রাচীনেরা মাটিতে বসে আছে,
নীরব হয়ে রয়েছে;
তারা নিজ নিজ মাথায় ধূলি ছড়িয়েছে,
তারা কোমরে চট বেঁধেছে,
জেরুশালেম-কুমারীরা ভূমি পর্যন্ত মাথা হেঁট
করেছে।
১১ আমার নেত্রযুগল অশ্রুপাতে ক্ষীণ হয়েছে,
আমার অন্ত্র জ্বলছে;
আমার লোকদের ধ্বংসের কারণে
আমার যকৃৎ মাটিতে ঢালা যাচ্ছে,
কেননা নগরের চকে চকে বালক-বালিকা
ও স্তন্যপায়ী শিশু মূর্চ্ছাপন্ন হয়।
১২ তারা নিজের নিজের মাকে বলে,
গম ও আঙ্গুর-রস কোথায়?
কেননা তারা নগরের চকে চকে তলোয়ারে
বিদ্ধ লোকদের মত মূর্চ্ছাপন্ন হয়,
নিজ নিজ মাতার বক্ষঃস্থলে প্রাণত্যাগ করে।
১৩ অয়ি জেরুশালেম-কন্যে,
আমি কি বলে তোমার কাছে সাক্ষ্য দেব?
কিসের সঙ্গে তোমার উপমা দেব?
অয়ি সিয়োন-কুমারী, আমি তোমার সান্ত্বনার
জন্য
কিসের সঙ্গে তোমার তুলনা দেব?
কেননা তোমার আঘাত সমুদ্রের মত বিশাল,

[২:১০] ইউসা ৭:৬।
[২:১১] জবুর ১১৯:৮২; ইশা ১৫:৩; মাতম ১:১৬; ৩:৪৮-৫১।
[২:১২] ইশা ২৪:১১।
[২:১৩] ইশা ১:৬।
[২:১৪] ইয়ার ২৮:১৫।
[২:১৪] ইয়ার ৮:১১।
[২:১৫] উজায়ের ২৫:৬।
[২:১৬] জবুর ২২:১৩; মাতম ৩:৪৬।
[২:১৭] ইয়ার ৩৯:১৬।

তোমার চিকিৎসা করা কার সাধ্য?
১৪ তোমার নবীরা তোমার জন্য মিথ্যা ও মূর্খতার
দর্শন পেয়েছে,
তারা তোমার বন্দীদশা ফিরাবার জন্য তোমার
অধর্ম ব্যক্ত করে নি,
কিন্তু তোমার জন্য মিথ্যা দৈববাণী সকল
ও নির্বাসনের বিষয় সকল দর্শন করেছে।
১৫ যেসব লোক তোমার কাছ দিয়ে যায়,
তারা তোমার দিকে হাততালি দেয়;
তারা শিশ দিয়ে জেরুশালেম-কন্যার দিকে
মাথা নেড়ে বলে,
এ কি সেই নগর, যা 'পরম সৌন্দর্যের স্থল'
ও 'সমস্ত দুনিয়ার আনন্দ-স্থল' নামে আখ্যাত
ছিল?
১৬ তোমার সমস্ত দুশমন তোমার বিরুদ্ধে মুখ
খুলে হ্যাঁ, করেছে,
তারা শিস দিয়ে দাঁত ঘর্ষণ করে,
বলে, আমরা তাকে গ্রাস করলাম,
এটি অবশ্য সেদিন, যার আকাঙ্খা করতাম;
আমরা পেলাম, দেখলাম।
১৭ মাবুদ যে সঙ্কল্প করেছিলেন, তা সিদ্ধ
করেছেন;
পুরাকালে যা হুকুম করেছিলেন,
সেই কালাম পূর্ণ করেছেন,
তিনি নিপাত করেছেন, রহম করেন নি;

২:১০ প্রাচীনেরা। হিজ ৩:১৬ আয়াত দেখুন। *সিয়োন-কন্যা*। আয়াত ১ ও নোট দেখুন। *মাটিতে বসে আছে ... নীরব হয়ে রয়েছে ... নিজ নিজ মাথায় ধূলি ... কোমরে চট বেঁধেছে ... মাথা হেঁট করছে*। শোকের চিহ্ন (আইউব ২:১২-১৩; জবুর ৩৫:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)। *জেরুশালেম-কুমারীরা*। আয়াত ১:৪ ও নোট দেখুন।

২:১১ আমার ... আমার ... আমার ... আমার। আয়াত ১-২২ ও নোট দেখুন। সম্ভবত এই বক্তাকেই আমরা আয়াত ১-১০ এবং ১:১-১১ আয়াতে দেখতে পাই (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। তিনি এখানে জেরুশালেমের অবস্থার কারণে দুঃখ প্রকাশের মধ্য দিয়ে বক্তব্য শুরু করেছেন, বিশেষ করে শিশুদের বিষয়ে (আয়াত ১১-১২) এবং এর পরে তিনি সরাসরি জেরুশালেম সম্পর্কে কথা বলেছেন (আয়াত ১৩-১৯)। অশ্রুপাতে ক্ষীণ হয়েছে। আয়াত ১:১৬ ও নোট দেখুন। *আমার অন্ত্র জ্বলছে*। ১:২০ আয়াতের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। *আমার লোকদের ধ্বংসের কারণে*। আক্ষরিক অর্থে "আমার লোকদের কন্যা" (আয়াত ১ দেখুন)। এই বিশেষ শব্দগুচ্ছটি দেখা যায় ৩:৪৮; ৪:৩, ৬, ১০; ইশা ২২:৪; ইয়ার ৮:১১, ২১ আয়াতে; এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ১৪:১৭ আয়াত।

২:১৩ আমি কি বলে তোমার কাছে সাক্ষ্য দেব? রচয়িতার কাছে এমন কোন কথা নেই যা দিয়ে দুঃখার্ত জেরুশালেমকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। *জেরুশালেম-কন্যে ... সিয়োন-কুমারি*। আয়াত ১ ও নোট দেখুন।

২:১৪ নবীরা তোমার জন্য মিথ্যা। নবী ইয়ারমিয়া প্রায়শই এই সকল ভণ্ড নবীদেরকে তিরস্কার করেছেন (ইয়ার ৫:১২-১৩; ৬:১৩-১৪; ৮:১০-১১; ১৪:১৩-১৫; ২৩:৯-৪০; ২৭:৯–২৮:১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ২৬:৭-১১, ১৬; ইহি ২২:২৬, ২৮ আয়াত)। *মিথ্যা*। কিংবা বলা যায় "অসার" বা "লোক দেখানো"; এই রূপক চিত্রের ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখান ইহি ১৩:১০-১৬; ২২:২৮ আয়াত। *নির্বাসনের বিষয় সকল দর্শন করেছে*। ভণ্ড নবীরা মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে লোকদেরকে মাবুদ আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং এভাবে তারা কার্যত তাদেরকে নির্বাসনে নিয়েছে।

২:১৫ যেসব লোক তোমার কাছ দিয়ে যায়। আয়াত ১:১২ দেখুন। *তোমার দিকে হাততালি দেয়*। আইউব ২৭:২৩; ৩৪:৩৭ আয়াত দেখুন। *শিশ দিয়ে*। আয়াত ১৬ দেখুন; আরও দেখুন ইয়ার ১৯:৮ আয়াত ও নোট। *মাথা নেড়ে বলে*। দেখুন আইউব ১৬:৪ আয়াত ও নোট; জবুর ৪৪:১৪; ৬৪:৮; ১০৯:২৫; ইয়ার ১৮:১৬ আয়াত। *জেরুশালেম কন্যা*। আয়াত ১ ও নোট দেখুন। *পরম সৌন্দর্যের স্থল*। যেমনটা জবুর ৫০:২ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। 'সমস্ত দুনিয়ার আনন্দ-স্থল' নামে আখ্যাত ছিল। জবুর ৪৮:২ আয়াতে যেমনটা দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৫১:৪১ আয়াত)।

২:১৬ মুখ খুলে হা করেছে। ভর্ৎসনা করার জন্য কিংবা গ্রাস করার জন্য (শুমারী ১৬:৩০; জবুর ২২:১৩; ইশা ৫:১৪; ৯:১২ আয়াত দেখুন)। *আমরা তাকে গ্রাস করলাম*। আয়াত ২, ৫; ইয়ার ৫১:৩৪ দেখুন।

২:১৭ সেই কালাম পূর্ণ করেছেন। ইশা ৫৫:১১ আয়াত ও নোট দেখুন। *পুরাকালে*। অর্থাৎ হযরত মূসার সময়কালে (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন লেবীয় ২৬:২৩-৩৯; দ্বি.বি. ২৮:১৫-৬৮

BACIB International Bible CHURCH

তিনি দুশমনকে তোমার উপরে আনন্দ করতে
দিয়েছেন,
তোমার বিপক্ষদের শিং উঁচু করেছেন।
১৮ লোকদের অন্তর প্রভুর কাছে কান্নাকাটি
করেছে;
অহো সিয়োন-কন্যার প্রাচীর!
দিনরাত অশ্রুধারা পানির স্রোতের মত বয়ে
যাক,
নিজেকে কোন বিশ্রাম দিও না,
তোমার চোখের তারাকে ক্ষান্ত হতে দিও না।
১৯ উঠ, রাতের বেলায় প্রত্যেক প্রহরের আরম্ভে
মাতম কর,
প্রভুর সম্মুখে তোমার অন্তর পানির মত ঢেলে
দাও,
তাঁর উদ্দেশে হাত তোল,
তোমার শিশুদের প্রাণ রক্ষার্থে,
যারা প্রতি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ক্ষুধায়
মূর্চ্ছাপন্ন রয়েছে।
২০ দেখ, হে মাবুদ, মনযোগ দাও,
তুমি কার প্রতি এমন ব্যবহার করেছ?
স্ত্রীলোক কি তার গর্ভফল, যাদেরকে হাতে
করে দুলিয়েছে,
সেই শিশুদেরকে ভোজন করবে?

[২:১৮] জবুর ১১৯:১৪৫।
[২:১৯] ১শামু ১:১৫।
[২:২০] দ্বি.বি. ২৮:৫৩; ইয়ার ১৯:৯; উজায়ের ৫:১০।
[২:২১] ইয়ার ১৩:১৪; মাতম ৩:৪৩।
[২:২২] জবুর ৩১:১৩; ইয়ার ২০:১০।
[৩:১] আইউব ১৯:২১; জবুর ৮৮:৭।
[৩:২] আইউব ১৯:৮; জবুর ৮২:৫; ইয়ার ৪:২৩।
[৩:৩] জবুর ৩৮:২; ইশা ৫:২৫।

প্রভুর পবিত্র স্থানে কি ইমাম ও নবী নিহত
হবে?
২১ বালক ও বৃদ্ধ পথে পথে ভূমিতে পড়ে আছে,
আমার কুমারীরা ও আমার যুবকেরা
তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়েছে;
তুমি তোমার ক্রোধের দিনে তাদেরকে হত্যা
করেছ;
তুমি হত্যা করেছ, দয়া কর নি।
২২ তুমি চারদিক থেকে আমার ত্রাস সকলকে
ঈদের দিনে মত আহ্বান করেছ;
মাবুদের ক্রোধের দিনে উত্তীর্ণ বা রক্ষা পাওয়া
কেউই রইলো না;
আমি যাদেরকে দোলাতাম ও ভরণপোষণ
করতাম,
আমার দুশমন তাদেরকে সংহার করেছে।

ভক্তের দুঃখ ও বিশ্বাস

৩ ১ আমি সেই ব্যক্তি, যে তাঁর ক্রোধের
দণ্ডঘটিত দুঃখ দেখেছে।
২ আমাকে তিনি চালিয়েছেন, আর গমন
করিয়েছেন,
অন্ধকারে, আলোকে নয়।
৩ সত্যিই আমার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর হাত

আয়াত)। *বিপক্ষদের শৃঙ্গ উঁচু করেছেন।* অর্থাৎ তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন (১ শামু ২:১; জবুর ৭৫:৪ আয়াত দেখুন)।

২:১৮ দেখুন ইয়ার ১৪:১৭ আয়াত। *অহো সিয়োন-কন্যার প্রাচীর!* ইশা ১৪:৩১ আয়াতেও এভাবে নগরীর প্রাচীর সম্পর্কে বলা হয়েছে। *সিয়োন-কন্যা।* আয়াত ১ ও নোট দেখুন।

২:১৯ রাতের বেলায় প্রত্যেক প্রহরের আরম্ভে। কাজী ৭:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; জবুর ৬৩:৬ আয়াতও দেখুন। *তোমার অন্তর পানির মত ঢেলে দাও।* ঐকান্তিক মুনাজাতের মধ্য দিয়ে (জবুর ৬২:৮ আয়াত দেখুন)। *পানির মত।* এর সাথে "ঢেলে দাও" কথাটি সাধারণভাবেই এসে যায় (দ্বি.বি. ১২:১৬, ২৪; ১৫:২৩; জবুর ৭৯:৩; হোসিয়া ৫:১০ আয়াত দেখুন)। *তাঁর উদ্দেশে হাত তোল।* মুনাজাতে (জবুর ২৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ১ তীমথি ২:৮ আয়াত দেখুন)। *শিশুদের প্রাণ রক্ষার্থে ... ক্ষুধায় মূর্চ্ছাপন্ন রয়েছে।* আয়াত ১১-১২ দেখুন।

২:২০-২২ ১৯ আয়াতের প্রতিক্রিয়ায় জেরুশালেমের ভগ্ন হৃদয়ের মুনাজাত।

২:২০ স্ত্রীলোক কি তার ... শিশুদেরকে ভোজন করবে? আয়াত ৪:১০; ইয়ার ১৯:৯ ও নোট দেখুন।

২:২১ দেখুন ইয়ার ৬:১১ আয়াত ও নোট।

২:২২ ঈদের দিনে মত আহ্বান করেছ। যে আল্লাহ্ এক সময় ইসরাইল জাতিকে তাঁর এবাদত করার জন্য এবং তাঁর জাতিকে উদ্ধারের ইতিহাস উদযাপন করার জন্য আহ্বান করেছিলেন (উদাহরণস্বরূপ দেখুন জবুর ৮১; ৯৫; ১১৪ অধ্যায়) তিনিই এখন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তাদেরকে আহ্বান করছেন। *আমার ত্রাস সকলকে ... আহ্বান করেছ।* আয়াত ১:১৫ দেখুন। *চারদিক থেকে আমার ত্রাস।* ইয়ার ৬:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। *মাবুদের ক্রোধের দিনে।* মাতমটি যেভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবেই শেষ করা হল (আয়াত ১ দেখুন)। *উত্তীর্ণ বা রক্ষা পাওয়া কেউই রইলো না।* ইয়ার ৪২:১৭; ৪৪:১৪ আয়াত দেখুন। *আমি যাদেরকে ... ভরণপোষণ করতাম।* জেরুশালেমের অধিবাসীরা।

৩:১-৬৬ কিতাবের মধ্যস্থিত এই মাতমটি অন্যগুলোর চেয়ে স্বতন্ত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ। কাঠামোগত দিক থেকে: ১ ও ২ অধ্যায়ের মত এই মাতমটি বর্ণানুক্রমিক ধারায় সজ্জিত হয়েছে এবং এতে রয়েছে ২২টি তিন পঙক্তি বিশিষ্ট একেকটি অংশ, কিন্তু এখানে প্রত্যেকটি অংশের প্রত্যেকটি পঙক্তি শুরু হয়েছে একই বর্ণ দিয়ে (দেখুন ভূমিকা: সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ)। এ কারণে এই মাতমটির প্রত্যেক অংশ নয়, বরং প্রত্যেকটি পঙক্তিকে একেকটি বৈকরণিক একক হিসেবে ধরা হয়েছে এবং একেকটি পৃথক আয়াত সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তুগত দিক থেকে: এই মাতমটি শুরু হয়েছে (আয়াত ১-৩৯) কোন একক ব্যক্তির মুনাজাতের মত করে, যেমনটা জবুর শরীফে দেখা যায়। কিন্তু এখানে জেরুশালেম নগরীর ধ্বংস বা জাতিগণের বন্দীদশা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট কথা বলা হয় নি। এই বিধৃত ভূমিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর পরবর্তী অংশে যে সামষ্টিত মাতম ও শোক প্রকাশকারী অংশটি রয়েছে (আয়াত ৪০-৬৬; দেখুন ৪৮-৬৬ আয়াতের নোট) সেগুলোকে বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করানো।

৩:১ কিতাবটির একেবারে কেন্দ্রস্থিত আয়াত। বক্তা নিজেকে এমন একজন মানুষ হিসেবে দেখিয়েছেন যিনি আল্লাহ্‌র ক্রোধের দণ্ডের কারণে কষ্টভোগী মানুষগুলোর দুঃখ ও যন্ত্রণাকে নিজ জীবনে উপলব্ধি করেছেন। *দুঃখ।* আয়াত ১৯ দেখুন। *তাঁর ক্রোধের দণ্ড।* আইউব ৯:৩৪; ২১:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ১০:৫ আয়াত ও নোট।

৩:২ অন্ধকারে, আলোকে নয়। আইউব ১২:২৫; জবুর ১৪৩:৩; ইশা ৫০:১০; ৫৯:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা

তুলেছেন;
সমস্ত দিন বারে বারে তুলেছেন।
৪ তিনি আমার মাংস ও চামড়া শুকিয়ে
ফেলেছেন;
আমার অস্থিগুলো ভেঙ্গে দিয়েছেন।
৫ তিনি আমাকে অবরোধ করেছেন,
এবং তিক্ততা ও কষ্ট দ্বারা আমাকে বেষ্টন
করেছেন;
৬ তিনি আমাকে অন্ধকারে বাস করিয়েছেন,
বহুকালের মৃতদের মত করেছেন।
৭ তিনি আমার চারদিকে বেড়া দিয়েছেন,
আমি বের হতে পারি না;
তিনি আমার শিকল ভারী করেছেন।
৮ আমি যখন ক্রন্দন ও আর্তনাদ করি,
তিনি আমার মুনাজাত অগ্রাহ্য করেন।

৯ তিনি খোদাই-করা পাথর দ্বারা আমার পথ রোধ
করেছেন,
তিনি আমার পথ বাঁকা করেছেন।
১০ তিনি আমার পক্ষে লুকিয়ে থাকা ভল্লুক বা
অন্তরালে গুপ্ত সিংহস্বরূপ।
১১ তিনি আমার পথ বিপথ করেছেন,
আমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছেন, এতিম
করেছেন।
১২ তিনি তাঁর ধনুকে চাড়া দিয়ে আমাকে তীরের
লক্ষ্য করে রেখেছেন।
১৩ তিনি তাঁর তূণ থেকে তীর নিয়ে আমার মর্মে
প্রবেশ করিয়েছেন।
১৪ আমি হয়েছি স্বজাতীয় সকলের উপহাসের
বিষয়,
সমস্ত দিন তাদের গানের বিষয়।
১৫ তিনি আমাকে তিক্ততায় পূর্ণ করেছেন,
আমাকে নাগদানায় পূরিত করেছেন।
১৬ তিনি কঙ্কর দ্বারা আমার দাঁত ভেঙ্গেছেন,
আমাকে ভস্মে আচ্ছাদন করেছেন।
১৭ তুমি আমার প্রাণ শান্তি থেকে দূর করেছ,
আমি মঙ্গল ভুলে গিয়েছি।
১৮ আমি বললাম, আমার বল ও মাবুদতে আমার
প্রত্যাশা নষ্ট হয়েছে।
১৯ আমি স্মরণ করলাম আমার দুঃখ ও আমার
দুর্দশা, নাগদানা ও বিষ।
২০ আমার প্রাণ নিত্য তা স্মরণে রাখছে,
আমার প্রাণ আমার অন্তরে অবসন্ন হচ্ছে।
২১ আমি পুনর্বার এই কথা মনে করি,

[৩:৪] জবুর ৫১:৮। [৩:৫] ইয়ার ২৩:১৫। [৩:৬] জবুর ৮৮:৫-৬; ১৪৩:৩। [৩:৭] আইউব ৩:২৩। [৩:৮] জবুর ৫:২। [৩:৯] আইউব ১৯:৮। [৩:১০] আইউব ১০:১৬। [৩:১১] হোশেয় ৬:১। [৩:১২] আইউব ৭:২০। [৩:১৩] আইউব ১৬:১৩। [৩:১৪] জবুর ২২:৬-৭; ইয়ার ২০:৭। [৩:১৫] ইয়ার ৯:১৫। [৩:১৬] মেসাল ২০:১৭। [৩:১৮] আইউব ১৭:১৫। [৩:২০] জবুর

করুন আমোস ৫:১৮ আয়াত ও নোট।

৩:৪ শুকিয়ে ফেলেছেন। জবুর ৩২:৩ আয়াত দেখুন ("ক্ষয় পাচ্ছিল"); জবুর ৪৯:১৪ আয়াত দেখুন ("নষ্ট হবে")। *আমার অস্থিগুলো ভেঙ্গে দিয়েছেন।* দেখুন জবুর ৫১:৮; ইশা ৩৮:১৩ আয়াত ও নোট।

৩:৫ তিনি আমাকে অবরোধ করেছেন। আইউব ১৯:৬ আয়াত দেখুন। *তিক্ততা।* আক্ষরিক অর্থে "বিষ" (ইয়ার ৮:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *কষ্ট।* হিজ ১৮:৮; শুমারী ২০:১৪; নহি ৯:৩২ আয়াত দেখুন।

৩:৬ দেখুন জবুর ১৪৩:৩ আয়াত ও নোট।

৩:৭ চারদিকে বেড়া দিয়েছেন। ৯ আয়াতে এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দের অর্থ করা হয়েছে "পথ রোধ করা" (আইউব ১৯:৮; হোসিয়া ২:৬ আয়াত দেখুন)। *আমি বের হতে পারি না।* জবুর ৮৮:৮ আয়াত দেখুন।

৩:৮ আমার মুনাজাত অগ্রাহ্য করেন। দেখুন আয়াত ৪৪; আইউব ৩০:২০; জবুর ১৮:৪১; ২২:২; মেসাল ১:২৮; ইয়ার ৭:১৬ আয়াত ও নোট)।

৩:৯ খোদাই করা পাথর। বিশাল আকৃতির পাথর, যে ধরনের পাথর দিয়ে বাদশাহ্ সোলায়মান নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দসের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল (১ বাদশাহ্ ৫:১৭ আয়াত দেখুন)। *আমার পথ বাঁকা করেছেন।* অর্থাৎ সমান করার বিপরীত (ইশা ২৬:৭; ৪৫:২; ইয়ার ৩১:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। কিংবা সোজা করার বিপরীত (জবুর ৫:৮; মেসাল ৩:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ১১:৫; ইশা ৪৫:১৩ আয়াত দেখুন)।

৩:১০ লুকিয়ে থাকা ভল্লুক ... গুপ্ত সিংহস্বরূপ। ইয়ার ৪:৭; ৫:৬; ৪৯:১৯; ৫০:৪৪; আমোস ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ৫:১৯; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৭:২ আয়াত ও নোট।

৩:১১ দেখুন আয়াত ১:২।

৩:১২ ধনুকে চাড়া দিয়ে। ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *আমাকে তীরের লক্ষ্য করে রেখেছেন।* আইউব ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১৩ আমার মর্মে প্রবেশ করিয়েছেন। আক্ষরিক অর্থে "যকৃৎ" (যেমনটা দেখা যায় ১৬:১৩ আয়াতে)। *তূণ থেকে তীর নিয়ে।* জবুর ৩৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:১৪ দেখুন ইয়ার ২০:৭ আয়াতে নবী ইয়ারমিয়ার অভিযোগ। সমস্ত দিন তাদের গানের বিষয়। দেখুন আয়াত ৬৩; জবুর ৬৯:১২; এর সাথে দেখুন জবুর ২২:৬-৭ আয়াত; দেখুন ইশা ২৮:৯-১০ আয়াত ও নোট।

৩:১৫ আমাকে তিক্ততায় পূর্ণ করেছেন। আইউব ৯:১৮ আয়াতে এই অংশের অন্তর্নিহিত হিব্রু শব্দগুচ্ছের অর্থ করা হয়েছে "তিক্ততায় পরিপূর্ণ করেন" অর্থাৎ "আমাকে দুর্দশাগ্রস্ত করেন" (ইয়ার ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। ঈদুল ফেসাখের সময় তেতো শাক খাওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে দেখুন হিজ ১২:৮ আয়াত ও নোট।

৩:১৬ কঙ্কর দ্বারা আমার দাঁত ভেঙ্গেছেন। এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৭২:৯; মিকাহ্ ৭:১৭ আয়াত। *আমাকে ভস্মে আচ্ছাদন করেছেন।* দেখুন জবুর ৭:৫ আয়াত।

৩:১৮ মাবুদে আমার প্রত্যাশা। জবুর ৩৯:৭ আয়াত দেখুন; ৩ অধ্যায়ে এই প্রথম সরাসরি আল্লাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হল।

৩:১৯-২০ লেখক আবারও তাঁর সমস্ত দুঃখ ও দুর্দশার কথা স্মরণ করছেন, কিন্তু এবারে তিনি ২১-৩৯ আয়াতে উল্লিখিত আশা ও উৎসাহের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তা একটু অন্যভাবে বলছেন।

৩:১৯ আমার দুঃখ ও আমার দুর্দশা। আয়াত ১:৭ দেখুন। *নাগদানা ও বিষ।* আয়াত ৫, ১৫ দেখুন; তুলনা করুন ইয়ার ৯:১৫ আয়াত।

৩:২১-২৬ মাতম কিতাবের ধর্মতাত্ত্বিক এবং রূহানিক দিক থেকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ (দেখুন ভূমিকা: বিষয়বস্তু ও

তাই আমার প্রত্যাশা আছে।
২২ মাবুদের অটল মহব্বতের গুণে আমরা নষ্ট হই
নি;
কেননা তাঁর বিবিধ করুণা শেষ হয় নি।
২৩ নতুন নতুন করুণা প্রতি প্রভাতে! তোমার
বিশ্বস্ততা মহৎ।
২৪ আমার প্রাণ বলে, মাবুদই আমার অধিকার;
এজন্য আমি তাঁতে প্রত্যাশা করবো।
২৫ মাবুদ মঙ্গলস্বরূপ, তাঁর আকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে,
তাঁর অন্বেষী প্রাণের পক্ষে।
২৬ মাবুদের উদ্ধারের প্রত্যাশা করা,
নীরবে অপেক্ষা করা, এ-ই মঙ্গল।
২৭ যৌবনকালে জোয়াল বহন করা মানুষের
মঙ্গল।
২৮ সে একাকী বসুক, নীরব থাকুক,
কারণ তিনি তার কাঁধে [জোয়াল] রেখেছেন।

৪২:৫। [৩:২২] জবুর ১০৩:১১। [৩:২৫] জবুর ৩৩:১৮। [৩:২৬] ইশা ৭:৪। [৩:২৮] ইয়ার ১৫:১৭; মাতম ২:১০। [৩:২৯] আইউব ২:৮। [৩:৩০] আইউব ১৬:১০। [৩:৩১] জবুর ৯৪:১৪। [৩:৩৩] আইউব ৩৭:২৩। [৩:৩৬] জবুর ১৪০:১২। [৩:৩৭] জবুর ৩৩:৯

২৯ সে ধুলাতে মুখ দিক, তবে প্রত্যাশা হলে
হতেও পারে।
৩০ সে তার প্রহারকের কাছে গাল পেতে দিক;
অপমানে পরিপূর্ণ হোক।
৩১ কেননা প্রভু চিরতরে পরিত্যাগ করবেন না।
৩২ যদিও মনস্তাপ দেন, তবুও তাঁর প্রচুর অটল
মহব্বত অনুসারে করুণা করবেন।
৩৩ কেননা তিনি অন্তরের সঙ্গে দুঃখ দেন না,
মানুষকে শোকার্ত করেন না।
৩৪ লোকে যে দেশের বন্দীদেরকে পদতলে
দলিত করে,
৩৫ সর্বশক্তিমানের সম্মুখে মানুষের প্রতি অন্যায়
করে,
৩৬ কারো বিবাদের অন্যায় নিষ্পত্তি করে,
তা প্রভু দেখতে পারেন না।
৩৭ প্রভু হুকুম না করলে কার কালাম সিদ্ধ হতে

ধর্মতত্ত্ব)।
৩:২২ *অটল মহব্বত।* আয়াত ৩২ দেখুন। এই আয়াতের বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে (জবুর ১০৭:৪৩ আয়াতে যেমনটা দেখা যায়) এবং সেখানে মাবুদ আল্লাহ্‌র নিয়মের ওয়াদার প্রতি তাঁর মহব্বতপূর্ণ বিশ্বস্ততার কথাটিও রয়েছে (জবুর ৮৯:১ আয়াত দেখুন)। জবুর ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ৬৩:৭ আয়াত দেখুন (করুণা) এবং নোট দেখুন। *আমরা।* অর্থাৎ মাবুদ আল্লাহ্‌র লোকেরা।

৩:২৩ নতুন নতুন করুণা। মাবুদ আল্লাহ্‌র অটল মহব্বতের নিদর্শন (আয়াত ২২ দেখুন)। *প্রতি প্রভাতে!* জবুর ৩০:৫ আয়াত ও নোট; ইশা ৩৩:২ আয়াত দেখুন। *তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ।* অর্থাৎ তা পরিমাপ করা যায় না (আয়াত ৩২ ও নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ৩৬:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:২৪ মাবুদই আমার অধিকার। দেখুন জবুর ৭৩:২৬; ১৪২:৫ আয়াত ও নোট। তিনি ছিলেন ইমাম ও লেবীয়দের উত্তরাধিকার (শুমারী ১৮:২০ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ১৫:১ আয়াতও দেখুন)। *এজন্য আমি তাঁতে প্রত্যাশা করবো।* জবুর ২৭:১৪; ৭১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। এই আয়াতের বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দগুচ্ছকে ২১ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে "তাই আমার প্রত্যাশা আছে" এবং তা এই অংশের দ্বিরুক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

৩:২৫ মাবুদ মঙ্গলস্বরূপ। জবুর ৩৪:৮ আয়াত দেখুন এবং ৩৪:৮-১৪; ৮৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তাঁর আকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে।* জবুর ২৫:৩; ৩৩:১৮; ৩৭:৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:২৬ দেখুন জবুর ৪০:১; ইশা ২৬:৩; ৩০:১৫ আয়াত।

৩:২৭ মানুষের মঙ্গল। মেসাল ৩:১১-১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *জোয়াল বহন করা।* এখানে ১ আয়াতের "সেই ব্যক্তি, যে তাঁর ক্রোধের দণ্ডঘটিত দুঃখ দেখেছে" কথাটির অন্তর্নিহিত চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। *যৌবনকালে।* তুলনা করুন হেদায়েত ১২:১ আয়াত।

৩:২৮ একাকী বসুক। ধৈর্য ধরে তার দুশমনদের সমস্ত উপহাস সহ্য করবে (আয়াত ৩০ দেখুন)। *নীরব থাকুক।* দেখুন আয়াত ৩৯; জবুর ৩৯:৯। *জোয়াল রেখেছেন।* আয়াত ২৭ দেখুন।

৩:২৯ সে ধুলাতে মুখ দিক। আল্লাহ্‌র প্রতি বিনম্র আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য। *তবে প্রত্যাশা হলে হতেও পারে।* ২ শামু ১২:২২; আইউব ২:১৪; আমোস ৫:১৫; ইউনুস ৩:৯ আয়াত দেখুন।

৩:৩০ গাল পেতে দিক। মথি ৫:৩৯ আয়াত দেখুন। *অপমানে পরিপূর্ণ হোক।* দেখুন জবুর ১২৩:৩-৪ আয়াত।

৩:৩১ চিরতরে পরিত্যাগ করবেন না। ইশা ৪৯:১৪-১৬ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ইয়ার ৩:৫ আয়াতের নোট; এর সাথে তুলনা করুন রোমীয় ১১:১১-৩২ আয়াত ও নোট।

৩:৩২ যে আল্লাহ্‌ বিচার করেন তিনিই আবার উদ্ধার করেন (জবুর ৩০:৫; ইশা ৫৪:৭-৮ আয়াত দেখুন)। *তাঁর প্রচুর অটল মহব্বত।* আয়াত ২২ ও নোট দেখুন; আরও দেখুন "তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ" (আয়াত ২৩) – বিশ্বস্ততা এবং অটল মহব্বতকে অনেক সময় আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর নিয়মের করুণা হিসেবে একত্রে প্রকাশ করা হয় (জবুর ২৫:১০; ২৬:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:৩৩ তিনি অন্তরের সঙ্গে দুঃখ দেন না। ইহি ১৮:২৩, ৩২; হোসিয়া ১১:৮; ২ পিতর ৩:৯ আয়াত দেখুন।

৩:৩৪ পদতলে দলিত করে। যেভাবে ব্যাবিলনীয়রা ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে করেছিল।

৩:৩৫ মানুষের প্রতি অন্যায় করে। যেমনটা এহুদার নেতৃবর্গরা করেছিল, যা শরীয়তের প্রত্যক্ষ লঙ্ঘন (হিজ ২৩:৬ আয়াত দেখুন)। *সর্বশক্তিমানের সম্মুখে।* অর্থাৎ যাদেরকে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর বেহেশতী বিচার সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে নিযুক্ত করেছেন তাদের উপস্থিতিতে (হিজ ২২:৮-৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৮২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। *সর্বশক্তিমান।* পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৩৬ বিবাদের অন্যায় নিষ্পত্তি করে। মানুষ এরকম করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌ কখনোই এমনটা করতে পারেন না (আইউব ৮:৩; ৩৪:১২ আয়াত দেখুন)। *তা প্রভু দেখতে পারেন না।* যা দুষ্টেরা ভাবে ঠিক তার বিপরীত (জবুর ১০:১১ আয়াত ও নোট দেখুন), মাবুদ আল্লাহ্‌ সবই দেখেন এবং সব কাজেরই হিসাব নেবেন (জবুর ১০:১৩-১৫ আয়াত দেখুন)।

৩:৩৭ প্রভু হুকুম না করলে কার কালাম সিদ্ধ হতে পারে? আল্লাহ্‌র সমান কেউই হতে পারে না (পয়দা ১:৩ আয়াত ও নোট; জবুর ৩৩:৯-১১ আয়াত ও ৩৩:৪-১১ আয়াতের নোট

পারে?
৩৮ সর্বশক্তিমানের মুখ থেকে কি বিপদ ও সম্পদ
দুই বের হয় না?
৩৯ জীবিত মানুষ কেন আক্ষেপ করে,
প্রত্যেক ব্যক্তি তার গুনাহ্‌র দণ্ডের জন্য?
৪০ এসো, আমরা নিজ নিজ পথের সন্ধান ও
পরীক্ষা করি,
এবং মাবুদের কাছে ফিরে আসি;
৪১ এসো, হস্তযুগলের সঙ্গে হৃদয়কেও
বেহেশত-নিবাসী আল্লাহ্‌র দিকে উত্তোলন
করি।
৪২ আমরা অধর্মও বিদ্রোহাচরণ করেছি;
তুমি মাফ কর নি।
৪৩ তুমি ক্রোধে আচ্ছাদন করে আমাদেরকে
তাড়না করেছ,
হত্যা করেছ, রহম কর নি।
৪৪ তুমি মেঘে নিজেকে আচ্ছাদন করেছ,
মুনাজাত তা ভেদ করতে পারে না।
৪৫ তুমি জাতিদের মধ্যে আমাদেরকে জঞ্জাল ও
আবর্জনার মত করেছ।
৪৬ আমাদের সমস্ত দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে মুখ
খুলে হা করেছে।

-১১।
[৩:৩৮] আইউব ২:১০।
[৩:৪০] ২করি ১৩:৫।
[৩:৪১] জবুর ২৫:১; ২৮:২।
[৩:৪৩] জবুর ৩৫:৬।
[৩:৪৪] জবুর ৯৭:২; মাতম ২:১।
[৩:৪৫] ১করি ৪:১৩।
[৩:৪৭] ইয়ার ৪৮:৪৩।
[৩:৪৮] জবুর ১১৯:১৩৬।
[৩:৫০] ইশা ৬৩:১৫।
[৩:৫২] জবুর ৩৫:৭।
[৩:৫৪] জবুর ৮৮:৫।
[৩:৫৬] জবুর ৫৫:১; ১১৬:১-২।
[৩:৫৭] জবুর ৪৬:১।

৪৭ ত্রাস ও খাত, উৎসন্নতা ও ভঙ্গ, আমাদের
প্রতি উপস্থিত।
৪৮ আমার জাতিরূপ কন্যার ভঙ্গের কারণে
আমার চোখ থেকে পানির ধারা বইছে।
৪৯ আমার চোখ অবিশ্রান্ত অশ্রুতে ভাসছে, বিরাম
পায় না,
৫০ যে পর্যন্ত মাবুদ বেহেশত থেকে হেঁট হয়ে
দৃষ্টিপাত না করেন।
৫১ আমার নগরীর সমস্ত কন্যার বিষয়ে আমি যা
দেখতে পাচ্ছি তাতে আমার কাঁদছে।
৫২ অকারণে যারা আমার দুশমন,
তারা আমাকে পাখির মত শিকার করেছে।
৫৩ তারা আমার জীবন কূপে সংহার করেছে,
এবং আমার উপরে পাথর নিক্ষেপ করেছে।
৫৪ আমার মাথার উপর দিয়ে পানি বয়ে গেল;
আমি বললাম, আমি উচ্ছিন্ন হয়েছি।
৫৫ হে মাবুদ, আমি পাতালের কুয়ার মধ্য থেকে
তোমার নামে ডেকেছি।
৫৬ তুমি আমার ফরিয়াদ শুনেছ;
আমার নিঃশ্বাস, আমার আর্তনাদ থেকে কান
লুকিয়ে রেখো না।
৫৭ যেদিন আমি তোমাকে ডেকেছি,

দেখুন)। সে কারণে মাবুদ আল্লাহ্‌র বিধান ও শাসন কেউ পরিবর্তন করতে পারে না (তুলনা করুন আইউব ১:১২; ২:৬ আয়াত ও নোট)।

৩:৩৮ দেখুন আইউব ২:১০; মেসাল ৩:১১-১২; ইশা ৪৫:৭; আমোস ৩:৩-৬ আয়াত ও নোট; এর সাথে দেখুন ইয়ার ৩২:৪২ আয়াত।

৩:৩৯ কেন আক্ষেপ করে। আয়াত ২৮ ও নোট দেখুন।

৩:৪০-৪১ এখানে সমস্ত সমাজ এক সাথে ১-৩৯ আয়াতে তাদের সামনে উপস্থাপিত আদর্শের প্রেক্ষিতে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে (আয়াত ১ ও নোট দেখুন)। বস্তুত সমবেত কণ্ঠে শুরুতেই নিজেদের গুনাহ্ স্বীকার করা হয়েছে (আয়াত ১:৮ ও নোট দেখুন; আরও দেখুন জবুর ৩২:৩-৫; ৩৯:৭-১০; ৪০:১১-১২; ৪১:৪ আয়াত)।

৩:৪০ এসো … মাবুদের কাছে ফিরে আসি। দেখুন হোসিয়া ৬:১; তুলনা করুন ইয়ার ৩:১; ৪:১; হোসিয়া ১৪:১; যোয়েল ২:১২-১৩; জাকা ১:৩ আয়াত।

৩:৪১ হস্তযুগলের সঙ্গে হৃদয়কেও … উত্তোলন করি। ২:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। *বেহেশত।* যেখানে আল্লাহ্‌র সিংহাসন অবস্থিত (জবুর ২:৪; ইশা ৬৩:১৫; ৬৬:১ আয়াত দেখুন)।

৩:৪২ আমরা অধর্ম ও বিদ্রোহাচরণ করেছি। এ ধরনের আরও স্বীকারোক্তি দেখুন জবুর ১০৬:৬; দানি ৯:৫ আয়াতে।

৩:৪৩ তুমি ক্রোধে আচ্ছাদন করে আমাদেরকে তাড়না করেছ। তুলনা করুন ইশা ৫৯:১৭-১৮ আয়াত। *হত্যা করেছ, রহম কর নি।* আয়াত ৬৬; ২:২১; ইয়ার ২৯:১৮ দেখুন।

৩:৪৬ দেখুন ২:১৬ আয়াত ও নোট।

৩:৪৮-৬৬ এখানে আবারও একক ব্যক্তি হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। হতে পারে এই কণ্ঠটিই আমরা ১-৩৯ আয়াতে শুনেছি, তবে খুব সম্ভব এখন সমবেত জনতাই একক কণ্ঠে এই বক্তব্য রাখছে (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন জবুর ৪৪:১, ৪ আয়াত এবং ৪৪:৪ আয়াতের নোট)। লোকেরা তাদের মুনাজাতের মধ্যে যুক্ত করেছে মুনাজাত শ্রবণের নিশ্চয়তার প্রতি বিশ্বাস এবং তাদেরকে যারা কোন কারণ ব্যতীত আক্রমণ করেছে সেই দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের আহ্বান (আয়াত ৫২) – দুটোই জবুর শরীফে উল্লিখিত একক মুনাজাতের দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (উদাহরণস্বরূপ দেখুন জবুর ৫:১০ আয়াত; জবুর ৫৪ অধ্যায় ও নোট)।

৩:৪৮ আমার চোখ থেকে পানির ধারা বইছে। ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার জাতিরূপ কন্যা।* আক্ষরিক অর্থে "আমার জাতির লোকেরা" (২:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৫০ হেঁট হয়ে দৃষ্টিপাত না করেন। দেখুন আয়াত ৫:১; জবুর ৮০:১৪; ইশা ৬৩:১৫।

৩:৫১ আমার নগরীর সমস্ত কন্যা। দেখুন আয়াত ১:৪, ১৮; ২:২০-২১; ৫:১১।

৩:৫২ অকারণে যারা আমার দুশমন। দেখুন জবুর ৩৫:১৯ আয়াত ও নোট। *পাখির মত।* জবুর ১২৪:৭ আয়াত দেখুন।

৩:৫৩ আমার জীবন কূপে সংহার করেছে। জবুর ৩৫:৭ আয়াত দেখুন। *আমার উপরে পাথর নিক্ষেপ করেছে।* জবুর ৩০:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:৫৪ আমার মাথার উপর দিয়ে পানি বয়ে গেল। জবুর ৩২:৬; ৪২:৭; ৬৯:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন; ইউনুস ২:৫ আয়াত দেখুন। *আমি উচ্ছিন্ন হয়েছি।* তুলনা করুন জবুর ১৮:৪-৫; ৩০:৩ আয়াত ও নোট। ইশা ৫৩:৮; ইউনুস ২:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:৫৫ অধোলোকস্থ কূপের মধ্য থেকে। জবুর ৩০:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:৫৬ আমার ফরিয়াদ। আইউব ৩২:২০; জবুর ১১৮:৫ আয়াত দেখুন।

৩:৫৭ যেদিন আমি তোমাকে ডেকেছি … তুমি কাছে এসেছো।

সেই দিন তুমি কাছে এসেছো, বলেছ, ভয় করো
না।
৫৮ হে, প্রভু, তুমি আমার প্রাণের সমস্ত ঝগড়া
নিষ্পত্তি করেছ;
আমার জীবন মুক্ত করেছ।
৫৯ হে মাবুদ, তুমি আমার প্রতি কৃত জুলুম
দেখেছ,
আমার বিচার নিষ্পত্তি কর।
৬০ ওদের সমস্ত প্রতিশোধ ও আমার বিরুদ্ধে কৃত
সমস্ত সঙ্কল্প তুমি দেখেছো।
৬১ হে মাবুদ, তুমি ওদের টিটকারি
ও আমার বিরুদ্ধে কৃত ওদের সমস্ত সঙ্কল্প
শুনেছ;
৬২ আমার প্রতিরোধীদের মুখের বচন
ও আমার বিরুদ্ধে সমস্ত দিন তাদের বক্‌বকানি
শুনেছ।
৬৩ তাদের উপবেশন ও উত্থান নিরীক্ষণ কর,
আমি তাদের গানস্বরূপ।
৬৪ হে মাবুদ, তুমি তাদের হস্তকৃত কাজ অনুযায়ী
প্রতিফল তাদেরকে দেবে।
৬৫ তুমি তাদেরকে অন্তরের জড়তা দেবে,
তোমার বদদোয়া তাদের প্রতি বর্তিবে।
৬৬ তুমি তাদেরকে ক্রোধে তাড়না করবে,
মাবুদের বেহেশতের নিচে থেকে উচ্ছিন্ন
করবে।

[৩:৫৮] ইয়ার ৫১:৩৬।
[৩:৫৯] ইয়ার ১৮:১৯-২০।
[৩:৬০] ইয়ার ১১:২০; ১৮:১৮।
[৩:৬১] জবুর ৮৯:৫০; সফ ২:৮।
[৩:৬২] ইহি ৩৬:৩।
[৩:৬৩] আইউব ৩০:৯।
[৩:৬৪] জবুর ২৮:৪; ইয়ার ৫১:৬।
[৩:৬৫] হিজ ১৪:৮; দ্বি.বি. ২:৩০; ইশা ৬:১০।
[৪:১] ইহি ৭:১৯।
[৪:২] ইশা ৫১:১৮।
[৪:৩] আইউব ৩৯:১৬।
[৪:৪] দ্বি.বি. ২৮:৪৮; ২বাদশাহ্‌ ১৮:৩১।

বনি-ইসরাইলদের দুঃখ

৪ ১ হায়, সোনা কেমন মলিন হয়েছে!
খাঁটি সোনা কেমন বিকৃত হয়েছে!
বায়তুল-মোকাদ্দসের পাথরগুলো প্রতিটি
রাস্তার মাথায় নিক্ষিপ্ত রয়েছে।
২ হায়, বহুমূল্য সিয়োন-পুত্ররা, যারা খাঁটি
সোনার মত,
তারা মৃন্ময় ভাণ্ডের মত, কুম্ভকারের হাতের
তৈরি বস্তুর মত গণিত হয়েছে।
৩ শৃগালীরাও স্তন দেয়, নিজ নিজ শিশুদেরকে
দুধ পান করায়;
আমার জাতিরূপ কন্যা নিষ্ঠুরা হয়েছে,
মরুভূমিস্থ উটপাখিদের ন্যায়।
৪ স্তন্যপায়ী শিশুর জিহ্বা পিপাসায় তালুতে
সংলগ্ন হয়েছে;
বালক-বালিকারা রুটি চাচ্ছে,
কেউ তাদেরকে তা দেয় না।
৫ যারা উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করতো,
তারা এতিম হয়ে পথে পথে রয়েছে;
যাদেরকে লাল রংয়ের কাপড় পরিয়ে লালন-

জবুর ১৪৫:১৮ আয়াত দেখুন। *ভয় করো না।* মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাওয়া আশ্বাস বাণী (ইয়ার ১:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:৫৮ আমার জীবন মুক্ত করেছ। জবুর ২৫:২২; ১০৩:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:৫৯ তুমি আমার প্রতি কৃত জুলুম দেখেছ। জবুর ১০:১৪; ৩৫:২২ আয়াত দেখুন। *আমার বিচার নিষ্পত্তি কর।* জবুর ৩৫:২৩; ৪৩:১; ১১৯:১৫৪ আয়াত দেখুন।

৩:৬১ তুমি ওদের টিটকারি ... ওদের সমস্ত সঙ্কল্প শুনেছ। দুশমনেরা কী করছে তা মাবুদ আল্লাহ্‌ যেমন শুনে থাকেন তেমনি দেখে থাকেন (আয়াত ৫৯:৬০ দেখুন)।

৩:৬২ মুখের বচন ... তাদের বক্‌বকানি। জবুর ৫:৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:৬৩ তাদের উপবেশন ও উত্থান। যে কোন ধরনের কাজের কথা বোঝানো হয়েছে (দ্বি.বি. ৬:৭; ১১:১৯; জবুর ১৩৯:২; ইশা ৩৭:২৮ আয়াত দেখুন)। *আমি তাদের গানস্বরূপ।* ১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৬৪ এই অংশটি জবুর ২৮:৪ আয়াতের সমান্তরাল; জবুর ৫:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:৬৫ তাদেরকে অন্তরের জড়তা দেবে। যেন তারা তাদের ভ্রান্তিগুলো বুঝতে না পারে এবং তাদের পরিণাম দেখতে না পারে। *তোমার বদদোয়া তাদের প্রতি বর্তাবে।* দেখুন জবুর ১০৯:১৬-২০ আয়াত ও নোট।

৩:৬৬ তুমি তাদেরকে ক্রোধে তাড়না করবে। ঠিক যেভাবে তুমি আমাদের গুনাহ্‌র জন্য দয়া না করে আমাদেরকে তাড়িয়ে বেরিয়েছ (আয়াত ৪৩), ঠিক সেভাবে এখন তাদেরকে কর্মফল অনুসারে করুণা না করে তাড়না কর।

৪:১-২২ ব্যাবিলন কর্তৃক জেরুশালেম নগরীর ধ্বংসের কারণে সৃষ্ট আরেকটি মাতম। সম্ভবত এমন কেউ এই মাতমটি গেয়েছেন যিনি দীর্ঘদিন জেরুশালেম নগরীতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি খুব কাছ থেকে নগরীতে অবরুদ্ধ মানুষের কষ্ট ও দুর্দশা দেখেছেন ও অনুভব করেছেন। ১-১০ আয়াতে অবরোধের সময়কার বিভীষিকাময় অবস্থায়র কথা প্রকাশ পেয়েছেন, ১১-১৯ আয়াতে বলা হয়েছে নগরী ও তাতে অবরুদ্ধ মানুষগুলোর নিয়তির কথা, ২০ আয়াতে দেখা যায় দাউদের রাজবংশের বাদশাহ্‌র পতনের কারণে মানুষের বিস্ময় ও হতাশার প্রকাশ এবং ২১-২২ আয়াতে ইদোমের উত্থান ও সিয়োনের পতনের বিপরীতমুখী ভবিষ্যতের কথা বলে মাতমটি শেষ করা হয়েছে।

৪:১ কেমন ...! ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। *সোনা ... পাথরগুলো।* আল্লাহ্‌র মনোনীত লোকদের সম্পর্কে প্রতীকী প্রকাশভঙ্গি (আয়াত ২ দেখুন)। এ ধরনের আরও রূপক চিত্র দেখুন সোলায়মান ৫:১১-১২, ১৪-১৫; জাকা ৯:১৬ আয়াতে; তুলনা করুন "দি ব্যাবিলনিয়ান থিওডিসি": "হে আমার ... অমূল্য ভাইয়েরা ... সোনার টুকরোরা" (পঙক্তি ৫৬-৫৭)। *প্রতিটি রাস্তার মাথায়।* ২:১৯; ইশা ৫১:২০ আয়াত দেখুন।

৪:৩ আমার জাতিরূপ কন্যা। আক্ষরিক অর্থে "আমার জাতির লোকেরা" (২:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *নিষ্ঠুরা হয়েছে।* আযাত ১০ ও নোট দেখুন। *মরুভূমিস্থ উটপাখিদের ন্যায়।* আইউব ৩৯:১৪-১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৫ উপাদেয় দ্রব্য ... লাল রংয়ের কাপড়। পয়দা ৪৯:২০ আয়াত দেখুন। লাল তথা বেগুনী রংয়ের কাপড় ছিল রাজকীয়তার প্রতীক (উদাহরণস্বরূপ দেখুন কাজী ৮:২৬ আয়াত; এর সাথে সোলায়মান ৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *সারের ঢিবি আলিঙ্গন করছে।* আইউব ২:৮ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ইয়ার ৬:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

পালন করা যেত,
তারা সারের ঢিবি আলিঙ্গন করছে।
৬ বাস্তবিক আমার জাতিরূপ কন্যার অপরাধ
সেই সাদুমের গুনাহ্‌ হতেও বেশি,
যা এক নিমিষে উৎপাটিত হয়েছিল,
অথচ তার উপরে মানুষের হাত পড়ে নি।
৭ তার নেতৃবর্গ হিমের চেয়ে নির্মল,
দুধের চেয়ে শুভ্রবর্ণ ছিলেন;
প্রবালের চেয়ে লাল রংয়ের অঙ্গ তাঁদের ছিল;
নীলকান্তমণির মত কান্তি তাঁদের ছিল;
৮ তাঁদের মুখ কালি হতেও কালো হয়ে পড়েছে;
পথে তাঁদেরকে চেনা যায় না;
তাঁদের চামড়া অস্থিতে সংলগ্ন হয়েছে;
তা কাঠের মত শুকিয়ে গেছে।
৯ ক্ষুধায় নিহত লোকের চেয়ে বরং তলোয়ারে
নিহত লোক ধন্য,
কেননা এরা ক্ষেতের শস্যের অভাবে
যেন শূলে বিদ্ধ হয়ে ক্ষয় পাচ্ছে।
১০ স্নেহময়ী স্ত্রীদের হাত নিজ নিজ শিশু রান্না
করেছে;
আমার জাতিরূপ কন্যার ভঙ্গের কারণে এরা
তাদের খাদ্যদ্রব্য হয়েছে।
১১ মাবুদ তাঁর ক্রোধ সম্পন্ন করেছেন,
তাঁর প্রচণ্ড গজব ঢেলে দিয়েছেন;
তিনি সিয়োনে আগুন জ্বালিয়েছেন,
তা তার ভিত্তিমূল গ্রাস করেছে।
১২ দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা, দুনিয়াবাসী সমস্ত লোক,
বিশ্বাস করতো না যে,
জেরুশালেমের দ্বারে কোন বিপক্ষ কি দুশমন
প্রবেশ করতে পারবে।
১৩ এর কারণ তার নবীদের গুনাহ্‌ ও তার
ইমামদের অপরাধ;

[৪:৬] পয়দা ১৯:২৫।
[৪:৮] আইউব ৩০:২৮।
[৪:৯] ইয়ার ১৫:২; ১৬:৪; মাতম ৫:১০।
[৪:১০] লেবীয় ২৬:২৯; দ্বি.বি. ২৮:৫৩-৫৭; ইয়ার ১৯:৯; মাতম ২:২০; ইহি ৫:১০।
[৪:১১] আইউব ২০:২৩।
[৪:১২] ১ বাদশা ৯:৯; ইয়ার ২১:১৩।
[৪:১৩] ইয়ার ৫:৩১; ৬:১৩; ইহি ২২:২৮; মীখা ৩:১১।
[৪:১৪] ইশা ৫৯:১০।
[৪:১৪] ইয়ার ১৯:৪।
[৪:১৫] ইয়ার ৪৪:১৪।
[৪:১৬] ইশা ৯:১৪-১৬।
[৪:১৭] পয়দা ১৫:১৮; ইশা ২০:৫; ইহি ২৯:১৬।
[৪:১৮] ইহি ৭:২-১২; অস ৮:২।
[৪:১৯] দ্বি.বি. ২৮:৪৯।

কেননা তারা তার মধ্যে ধার্মিকদের রক্তপাত
করতো।
১৪ তারা অন্ধদের মত পথে পথে ঘুরে
বেড়িয়েছে,
রক্তে কলুষিত হয়েছে,
লোকেরা তাদের কাপড় স্পর্শ করতে পারে
না।
১৫ লোকে তাদেরকে চেঁচিয়ে বলেছে, তোমরা
পথ ছাড়;
নাপাক, পথ ছাড়, পথ ছাড় স্পর্শ করো না;
তারা পালিয়ে গেছে, ঘুরে বেড়িয়েছে;
জাতিদের মধ্যে লোকে বলেছে,
ওরা এই স্থানে আর প্রবাস করতে পারবে না।
১৬ মাবুদের মুখ তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করেছে,
তিনি তাদেরকে আর দেখতে পারেন না;
লোকে ইমামদের মুখাপেক্ষা করে নি,
প্রাচীনদের প্রতি কৃপা করে নি।
১৭ এখনও আমাদের চোখ ক্ষীণ হয়ে পড়ছে,
মিথ্যা সাহায্যের প্রত্যাশায়;
আমরা অপেক্ষা করতে করতে এমন জাতির
অপেক্ষায় রয়েছি,
যে রক্ষা করতে পারে না।
১৮ দুশমনেরা আমাদের পাদবিক্ষেপের অনুসরণ
করে,
আমরা নিজ নিজ পথে বেড়াতে পারি না;
আমাদের শেষকাল নিকটবর্তী, আমাদের আয়ু
সম্পূর্ণ হল,
হ্যাঁ, আমাদের শেষকাল উপস্থিত।
১৯ আমাদের তাড়নাকারীরা আসমানের ঈগল
পাখির চেয়ে বেগবান ছিল;
তারা পর্বতের উপরে আমাদের পিছনে পিছনে
দৌড়াত,

৪:৬ আমার জাতিরূপ কন্যা। আক্ষরিক অর্থে “আমার জাতির লোকেরা” (২:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *সাদুম।* ইয়ার ২০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *এক নিমিষে উৎপাটিত হয়েছিল।* আর সে কারণে তারা বহু দিন ধরে অবরুদ্ধ থাকার কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছিল (জেরুশালেমের মত)।

৪:৭ হিমের চেয়ে নির্মল ... দুধের চেয়ে শুভ্রবর্ণ। সোলায়মান ৫:১০ আয়াত দেখুন। প্রবাল। তথা রুবি পাথর। আইউব ২৮:১৮ আয়াত দেখুন। *নীলকান্তমণি।* সোলায়মান ৫:১৪; ইশা ৫৪:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪:৮ তাঁদের চামড়া অস্থিতে সংলগ্ন হয়েছে। আইউব ১৯:২০ আয়াত দেখুন।

৪:১০ দেখুন ২:২০; ইয়ার ১৯:৯ আয়াত ও নোট। *আমার জাতিরূপ কন্যা।* আক্ষরিক অর্থে “আমার জাতির লোকেরা” (২:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:১১ তাঁর প্রচণ্ড গজব। ১:১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *আগুন জ্বালিয়েছেন ... গ্রাস করেছে।* ইয়ার ১৭:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪:১২ দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা। কিংবা বলা যায় সমস্ত লোকেরা। আমোস ১:৫, ৮ আয়াতে এই শব্দটির জন্য বলা হয়েছে শাসকগণ।

৪:১৩ দেখুন ২:১৪ আয়াত ও নোট; এর সাথে ইহি ২২:২৬, ২৮ আয়াত দেখুন।

৪:১৪ অন্ধদের মত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। দেখুন দ্বি.বি. ২৮:২৮-২৯; ইশা ২৯:৯ আয়াত ও নোট; ৫৯:১০ আয়াত ও নোট; সফ ১:১৭। *রক্তে কলুষিত হয়েছে।* ইশা ৫৯:৩ আয়াত দেখুন।

৪:১৫ নাপাক। শরীরে নাপাকীতা আরও বেশি এমন কেউ এই কথা চিৎকার করে বলছে (লেবীয় ১৩:৪৫ আয়াত দেখুন)। *এই স্থানে আর প্রবাস করতে পারবে না।* দ্বি.বি. ২৮:৫৬-৬৬ আয়াতে এই কথা বলা হয়েছে।

৪:১৬ যেমনটা দ্বি.বি. ২৮:৪৯-৫০ আয়াতে বলা হয়েছে।

৪:১৭ আমাদের চোখ ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। দ্বি.বি. ২৮:২৮; জবুর ৬৯:৩ আয়াত দেখুন। *এমন জাতির অপেক্ষায় রয়েছি ... রক্ষা করতে পারে না।* উদাহরণস্বরূপ, মিসর (ইহি ২৯:১৬ আয়াত দেখুন)।

৪:১৯ ঈগল। ইয়ার ৪:১৩; ৪৮:৪০ আয়াত ও নোট দেখুন।

মরুভূমিতে আমাদের জন্য ঘাঁটি বসাত।
২০ যিনি আমাদের নাসিকায় বায়ুস্বরূপ, মাবুদের
অভিষিক্ত,
তিনি তাদের গর্তে ধৃত হলেন,
যাঁর বিষয়ে বলেছিলাম,
আমরা তাঁর ছায়ায় জাতিদের মধ্যে জীবন
যাপন করবো।
২১ হে উষদেশ-নিবাসীনী ইদোম-কন্যে,
তুমি আনন্দকর ও পুলকিতা হও।
তোমার কাছেও সেই পানপাত্র আসবে,
তুমি মত্তা হবে, উলঙ্গিনী হবে।
২২ সিয়োন-কন্যা, তোমার অপরাধ শেষ হল;
তিনি তোমাকে আর বন্দী দশায় ফেলে
রাখবেন না;
হে ইদোম-কন্যা, তিনি তোমার অপরাধের
প্রতিফল দেবেন,

[৪:২০] ১শামু ২৬:৯; ২ঋধ ১৯:২১।
[৪:২১] জবুর ১৬:৫; ইয়ার ২৫:১৫।
[৪:২২] ইশা ৪০:২; ইয়ার ৩৩:৮।

[৫:১] জবুর ৪৪:১৩-১৬; ৮৯:৫০।
[৫:২] জবুর ৭৯:১।
[৫:৩] হিজ ২২:২৪; ইয়ার ১৫:৮; ১৮:২১।
[৫:৪] ইশা ৫৫:১; ইহি ৪:১৬-১৭।
[৫:৫] নহি ৯:৩৭; ইশা ৪৭:৬।
[৫:৬] ইয়ার ২:৩৬; হোশেয় ৫:১৩।

তোমার গুনাহ্‌ অনাবৃত করবেন।

গুনাহ্‌ মাফের জন্য মুনাজাত

৫ ১ হে মাবুদ, আমাদের প্রতি যা ঘটেছে,
স্মরণ কর,
দৃষ্টিপাত কর, আমাদের অপমান দেখ।
২ আমাদের অধিকার বিদেশীদের হাতে,
আমাদের বাড়িগুলো বিজাতীয়দের হাতে
গেছে।
৩ আমরা এতিম ও পিতৃহীন, আমাদের মায়েরা
বিধবাদের মত হয়েছেন।
৪ আমাদের পানি আমরা রূপা দিয়ে ক্রয় করে
পান করেছি,
আমাদের কাঠ মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হয়।
৫ লোকে ঘাড় ধরে আমাদেরকে তাড়না করে,
আমরা পরিশ্রান্ত, কোন বিশ্রাম পাই না।
৬ আমরা মিসরীয়দের কাছে করজোড় করেছি,

৪:২০ মাবুদের অভিষিক্ত। দাউদের রাজবংশে অভিষিক্ত বাদশাহ্‌ সিদিকিয় – যার অধীনে এহুদার লোকেরা নিরাপদ বোধ করেছিল দাউদের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পাদিত নিয়মের কারণে (২ শামু ৭; জবুর ৮৯; ১৩২ অধ্যায়; ইশা ৫৫:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমাদের নাসিকায় বায়ুস্বরূপ।* আক্ষরিক অর্থে "আমাদের জীবন বায়ু"। *তিনি তাদের গর্তে ধৃত হলেন।* ইয়ার ৩৯:৪-৭; ৫২:৭-১১ আয়াত দেখুন। ছায়া। নিরাপত্তা (কাজী ৯:১৫; জবুর ১৭:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। এই আয়াতটিতে খুব সুন্দরভাবে আসন্ন মসীহের প্রতি প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে, যিনি বাদশাহ্‌ দাউতের রাজবংশে জন্মগ্রহণকারী প্রকৃত "অভিষিক্ত জন"।

৪:২১ আনন্দকর ও পুলকিতা হও। প্রহসনের সুরে বলা হয়েছে – আল্লাহ্‌র বিচারে পতিত হওয়ার আগে তোমার হাতে অল্প যে সময় আছে, সে সময়ের মধ্যে যতটুকু পারো বিলাসিতা ও আনন্দ উপভোগ করে নাও (আয়াত ২২ দেখুন)। *ইদোম কন্যে।* এখানে ইদোমকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *ইদোম।* ইসরাইলের সাথে ইদোমের সম্পর্ক ও চলমান শত্রুতার কারণে (পয়দা ২৫:২৬ আয়াত দেখুন) অনেক আগে থেকেই পুরাতন নিয়মের রচয়িতাগণ ইদোমকে ইসরাইলের দুশমনদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখেছেন (জবুর ১৩৭:৭ আয়াত ও নোট; ইশা ১৩:১-৬ আয়াত দেখুন এবং ১৩:১; ৩৪:৫ আয়াতের নোট দেখুন; ইয়ার ৪৯:৭-২২ আয়াত ও ৪৯:৮; আমোস ৯:১২ আয়াত ও নোট দেখুন; দেখুন ওবদিয়া নবীর কিতাবের ভূমিকা: ঐক্য ও বিষয়বস্তু; ওবদিয়া ৮ আয়াত ও নোট)। *উষ দেশ।* ইয়ার ২৫:২০ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন আইউব ১:১ আয়াতের নোট। *পানপাত্র।* ইয়ার ২৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *উলঙ্গিনী হবে।* ১:৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইয়ার ৪৯:১০; নাহূম ৩:৫ আয়াত দেখুন।

৪:২২ সিয়োন-কন্যা। এখানে জেরুশালেমকে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *আর বন্দী দশায় ফেলে রাখবেন না।* ইয়ার ৩১-৩৩ অধ্যায় দেখুন। *তোমার গুনাহ্‌ অনাবৃত করবেন।* এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৩২:১; ৮৫:২ আয়াত।

৫:১-২২ যদিও ১-৪ অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়টি ভাষাগত শৈলীর দিক থেকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত নয়, তথাপি এই মাতম গজলটিতেও বর্ণক্রমের বেশ ভাল একটি প্রভাব রয়েছে, কারণ এই অধ্যায়ে ২২টি কাব্যিক পঙক্তি রয়েছে (জবুর ৩৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। প্রথম পুরুষে ও বহুবচনে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হওয়ায় আমরা বুঝতে পারি এখানে একটি জন সমাজের পক্ষে কথা বলা হয়েছে (যেমনটা দেখা যায় জবুর ৪৪; ৬০; ৭৪; ৮০ অধ্যায়ে)। বর্ণিত প্রেক্ষাপট অনুসারে এই অধ্যায়টির ঘটনাপ্রবাহের সময়কাল হচ্ছে জেরুশালেম নগরীর পতনের পরপরই, যখন দেশের সর্বত্র তীব্র অরাজকতা বিরাজ করছিল (দেখুন আয়াত ১৮; এর সাথে ইয়ার ৪০:৭–৪১:৪৫ আয়াতও দেখুন)। অনেক ব্যাখ্যাকারী মনে করে থাকেন যে, এই শেষ মাতম গজলটিতে আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করার কারণ হচ্ছে এহুদা রাজ্যে ব্যাবিলনের আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল তাকে প্রতিফলিত করা।

৫:১ স্মরণ কর ... দেখ। মাবুদের প্রতি প্রারম্ভিক ফরিয়াদ, যেন তিনি তাঁর লোকদের বিনতিতে পূর্ণ মনোযোগ দেন (জবুর ৪৪:১৩; ৭৯:৪ আয়াত দেখুন)।

৫:২ আমাদের বাড়িগুলো। অর্থাৎ এহুদার ভূখণ্ড (ইয়ার ২:৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩:১৮)।

৫:৩ আমরা এতিম ... মায়েরা বিধবাদের মত হয়েছেন। অর্থাৎ আমরা এতিম ও বিধবাদের মত অসহায় হয়ে পড়েছি (হিজ ২২:২১-২৭; ইশা ১:১৭ আয়াত দেখুন)।

৫:৪ আমাদের পানি ... কাঠ মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হয়। এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ২৯:১১; ইউসা ৯:২১, ২৩, ২৭ আয়াত। *কাঠ।* অর্থাৎ জ্বালানির কাঠ।

৫:৫ কোন বিশ্রাম পাই না। ইসরাইল ও এহুদার লোকদের কাছে ওয়াদা করা "বিশ্রাম" কেড়ে নেওয়া হয়েছে (দ্বি.বি. ৩:২০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫:৬ করজোড় করেছি। দেখুন ১ খান্দান ২৯:২৪; ২ খান্দান ৩০:৮; ইয়ার ৫০:১৫ আয়াত। আক্ষরিক অর্থে এখানে আত্মসমর্পণ করা বোঝানো হয়েছে (যেমনটা দেখা যায় ২ বাদশাহ্‌ ১০:১৫; উযা ১০:১৯; ইহি ১৭:১৮ আয়াতে)। *মিসরীয় ... আশেরীয়।* এ সময় ইসরাইলীয়রা নিজেদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রায়শই বিভিন্ন বিশ্ব পরাশক্তির আশ্রয় নিত (ইশা ৭:১৮; ১১:১৬; ১৯:২৩-২৫; ৫২:৪; ইয়ার ২:১৮,

আশেরীয়দের কাছেও করেছি, খাদ্যে তৃপ্ত
হবার জন্য।
৭ আমাদের পিতৃপুরুষেরা গুনাহ্‌ করেছেন, এখন
তাঁরা নেই,
আমরাই তাঁদের অপরাধ বহন করেছি।
৮ আমাদের উপরে গোলামেরা কর্তৃত্ব করে,
তাদের হাত থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে,
এমন কেউ নেই।
৯ প্রাণসংশয়ে আমরা খাদ্য আহরণ করি,
মরুভূমিতে অবস্থিত তলোয়ারের কারণে।
১০ আমাদের চামড়া তুন্দুরের মত জ্বলে,
দুর্ভিক্ষের জ্বলন্ত তাপের কারণে।
১১ সিয়োনে রমণীরা ভ্রষ্টা হল,
এহুদার নগরগুলোতে কুমারীরা ভ্রষ্টা হল।
১২ নেতৃবর্গের হাত বেঁধে ফাঁসি দেওয়া হল,
প্রাচীন লোকদের মুখ সমাদৃত হল না।
১৩ যুবকদেরকে যাঁতা বইতে হল,
শিশুরা কাঠের বোঝার ভারে হোঁচট খেল।
১৪ প্রাচীনেরা তোরণদ্বারে উপবেশনে নিবৃত্ত,
যুবকরা বাদ্য বাদনে নিবৃত্ত হয়েছে;
১৫ আমাদের অন্তরের আনন্দলুপ্ত হয়েছে,

[৫:৭] ইয়ার ৩১:২৯।
[৫:৮] মালাখী ১১:৬।
[৫:১০] আইউব ৩০:৩০।
[৫:১১] পয়দা ৩৪:২৯।
[৫:১২] লেবীয় ১৯:৩২।
[৫:১৪] ইশা ২৪:৮; ইয়ার ৭:৩৪।
[৫:১৫] ইয়ার ২৫:১০।
[৫:১৬] জবুর ৮৯:৩৯।
[৫:১৮] জবুর ৭৪:২-৩।
[৫:১৯] ১খান্দান ১৬:৩১।
[৫:২০] জবুর ১৩:১; ৪৪:২৪।
[৫:২১] জবুর ৮০:৩; ইশা ৬০:২০-২২।
[৫:২২] জবুর ৫৩:৫।

আমাদের নৃত্য শোকে পরিণত হয়েছে।
১৬ আমাদের মাথা থেকে মুকুট খসে পড়েছে,
ধিক্‌ আমাদেরকে! কেননা আমরা গুনাহ্‌
করেছি।
১৭ এজন্য আমাদের অন্তঃকরণ মূর্চ্ছিত হয়েছে,
এ সব কারণে আমাদের চোখ নিস্তেজ
হয়েছে।
১৮ কেননা সিয়োন পর্বত উচ্ছিন্ন স্থান হয়েছে,
শিয়ালেরা তার উপর দিয়ে যাতায়াত করে।
১৯ হে মাবুদ, তুমি অনন্তকাল সমাসীন;
তোমার সিংহাসন পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
২০ কেন চিরতরে আমাদেরকে ভুলে যাবে?
কেন এত দিন আমাদেরকে ত্যাগ করে
থাকবে?
২১ হে মাবুদ, তোমার প্রতি আমাদেরকে ফিরাও
তাতে আমরা ফিরবো;
আগেকার দিনের মত নতুন সময় আমাদেরকে
দাও।
২২ কিন্তু তুমি আমাদেরকে একেবারে অগ্রাহ্য
করেছ,
আমাদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছ।

৩৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন হোসিয়া ৭:১১; ৯:৩; ১১:৫, ১১; ১২:১ আয়াত ও নোট; মিকাহ্‌ ৭:১২; জাকা ১০:১০ আয়াত ও নোট)।

৫:৭ জেরুশালেমের উপরে যে দুর্যোগ এখন নেমে এসেছে তার জন্য পিতা ও পুত্র তথা প্রত্যেকটি প্রজন্মই সমান দায়ী (দেখুন আয়াত ১৬; ইয়ার ৩:২৫; ১৬:১১-১২; ৩১:২৯-৩০; ইহি ১৮:২-৪ আয়াত; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৬৫:৭ আয়াত)।

৫:৮ গোলামেরা। এই উপহাসমূলক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ব্যাবিলনীয় কর্মকর্তাদেরকে, যারা এখন জেরুশালেমের উপরে কর্তৃত্ব করছে (এর আগে বলা হত "জাতিদের মধ্যে প্রধানা," ১:১); দেখুন মেসাল ৩০:২১-২২ আয়াত।

৫:৯ মরুভূমিতে অবস্থিত তলোয়ার। এখানে মরুভূমির যাযাবর দস্যুদের কথা বোঝানো হয়েছে।

৫:১২ ফাঁসি দেওয়া হল। হত্যা করার পর মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হত, যা ছিল আরও অবমাননাকর বিষয় (দ্বি.বি. ২১:২২-২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:১৩ যুবকদেরকে যাঁতা বইতে হল। যা ছিল খুবই অপমান-জনক কাজ (দেখুন কাজী ৯:৫৩ আয়াতের নোট; এর সাথে ইশা ৪৭:২ আয়াতও দেখুন)।

৫:১৪ তোরণদ্বার। নগরের প্রবেশ দ্বার (ইউসা ২০:৪), যা সাধারণত আলোচনা, সভা সমাবেশ ও বিনোদনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হত (তুলনা করুন ১:৪ আয়াত)।

৫:১৫ দেখুন ইয়ার ৭:৩৪; ১৬:৯; ২৫:১০ আয়াত; তুলনা করুন জবুর ৩০:১১; ইয়ার ৩১:১৩ আয়াত।

৫:১৬ মুকুট। এর মধ্য দিয়ে জেরুশালেম নগরীর গৌরব ও সম্মান প্রকাশ করা হয়েছে (দেখুন আয়াত ১:১; ২:১৫; তুলনা করুন ২৮:১, ৩)।

৫:১৭ অন্তঃকরণ মূর্চ্ছিত হয়েছে। ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন। *চোখ নিস্তেজ হয়েছে।* দেখুন আয়াত ২:১১; এর সাথে জবুর ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১৮ শিয়ালেরা। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি কিছুটা ভিন্নভাবে ৪:৩ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে (কাজী ১৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। প্রায় একই ধরনের দৃশ্যপট দেখুন ইশা ১৩:২১-২২; ৩৪:১১-১৫; সফ ২:১৩-১৫ আয়াতে।

৫:১৯ জবুর ১০২:১২ আয়াতেও এই বিবৃতি দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। অন্যান্য স্থানেও প্রশংসার মধ্য দিয়ে মুনাজাত শুরু করতে দেখা যায় (দেখুন জবুর ৪৪:১-৮; ৭৪:১২-১৪; ৮০:১-২; ৮৯:১-১৮ আয়াত; তুলনা করুন প্রেরিত ২৪:২৩ আয়াত ও নোট)। ভূমিকা: বিষয়বস্তু ও ধর্মতত্ত্ব দেখুন।

৫:২০ কেন ...? কেন ...? জবুর ৬:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:২১ তোমার প্রতি আমাদেরকে ফিরাও। এই ভাষার মধ্য দিয়ে নতুন করে মাবুদের প্রতি ওয়াদা করার ব্যাপারে নির্দেশ করা হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ৮:৩৩, ৪৮; নহি ১:৯; ইয়ার ৩:৭, ১০; হোসিয়া ৭:১০ আয়াত দেখুন)। *তাতে আমরা ফিরবো।* ইয়ার ৩১:১৮ আয়াত দেখুন এবং ৩১:১৮-১৯ আয়াতের নোট দেখুন। *নতুন সময়।* জবুর ১০৪:৩০ আয়াত দেখুন।

৫:২২ ইয়ার ১৪:১৯ আয়াত দেখুন। *একেবারে অগ্রাহ্য করেছ।* শুধুমাত্র মাতম কিতাব বা অন্যান্য কিতাবের মাতম অংশে নয়, (যেমন জবুর ৮৮ গজল), বরং সেই সাথে অন্যান্য কিতাবেও এ ধরনের ভাষা দেখা যায় (যেমন ইশাইয়া ও মালাখি)।